পাচারের শিকারদের সুরক্ষাকরনে নীতি নির্দেশিকা বলি

নীতি নির্ধারক এবং কর্মকর্তাদের জন্য প্রারম্ভিক নীতি নির্দেশনা

মানবপাচার ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার এবং সম্পৃক্ত বহুজাতিক অপরাধের উপর ভিত্তি করে বালি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ছে ২০০২ সালে, এটা একটি স্বেচ্ছোসেবামূলক এবং বাদ্ধবাধকতাবিহীন আঞ্চলিক পরামর্শ দানকারী প্রক্রিয়া যা সহ-সভাপতিত্ব করে অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া এবং ৪৫ এর বেশি সদস্য দেশ এবং সংস্থাসমূহ ।

এই নির্দেশিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা সমূহ সমাধানে বালি প্রক্রিয়া আঞ্চলিক সহায়তা কার্যালয়ে (আর এস ও) যোগাযোগ করুনঃ
ই-মেইল: info@rso.baliprocess.net
আর এস ও ওয়েবসাইট:
http://www.baliprocess.net/regional-support-office

প্রকাশ মে ২০১৫

স্বীকৃতি

এই নীতিমালা উন্নয়ন করা হয়েছে বালি প্রক্রিয়া সদস্যগন, সহায়তা করেছে আঞ্চলিক সহায়তা কার্যালয় এবং পরিচালনা করেছে বালি প্রক্রিয়া নীতি নির্দেশিকা খসড়া কমিটি, যাতে নিম্ন বর্ণিত সদস্য অর্ন্তভুক্ত:

লালু মোহাম্মদ ইকবাল,
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ইন্দোনেশিয়া নাগরিক সুরক্ষা এবং আইন সভা
পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়,
ইন্দোনেশিয়া (সহাকারী পরিচালক)

IOM • OIM

জনাথান মারটন্সে,
অভিবাসী সহায়তা ইউনিট প্রধান,
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক অফিস,
অভিবাসনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (সহকারী পরিচালক)

Australian Government
Attorney-General's Department

মেগান চালমার্স,
উর্দ্ধতন আইনি কর্মকর্তা,
ব্যাক্তির সাথে অপরাধ বিভাগ,
এ্যটর্নি জেনারেল কার্যালয় ,
অষ্ট্রেলিয়া

IMMIGRATION

মোহাম্মদ শিফান,
উপ-প্রধান অভিবাসন কর্মকর্তা,
অভিবাসন ও প্রবাসি বিভাগ,
মালদ্বীপ

রবার্ট লার্গা,
পরিচালক লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রক,
ফিলিপাইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রশাসন,
ফিলিপাইন

পিন্থিপ লিলাক্রিয়াংসাক শ্রীসানিত,
পাবলিক প্রসিকিউটর,
আন্তজার্তিক বিষয়াবলী কার্যালয়,
এ্যটর্নি জেনারেল কার্যালয়
থাইল্যান্ড,

REGIONAL SUPPORT OFFICE
THE BALI PROCESS

খসড়া কমিটির আরও সর্মথনে
টিম হোয়ে
আই ও এম প্রকল্প সমন্বয়কারী
আঞ্চলিক সহায়তা অফিস

The Bali **Process**

ভূমিকা

২০০২ সালে এর শুরু থেকে, মানব পাচার, ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার এবং সম্পৃক্ত বহুজাতিক অপরাধের উপর (বালি প্রক্রিয়া) কার্যকরী সচেতনা উত্থাপন করেছে মানব পাচার, ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার এবং সম্পৃক্ত বহুজাতিক অপরাধের ব্যাপারে আরও কৌশলগত এবং প্রায়োগিক সহায়তা উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন করেছে। ৪৮ টি সদস্য দেশ এবং পর্যবেক্ষক দেশ এবং আর্ন্তজাতিক সংগঠন সেইসাথে আরও বেশ কিছু সেচ্ছাসেবী ফোরাম অংশগ্রহণ করে।

বালি প্রক্রিয়ার অষ্টম এড-হক গ্রুপ মিটিং এ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সুপারিশ করেন একটি নীতি নির্দেশিকা যা পাচার শিকারদের সনাক্তকরণ এবং রক্ষা বিষয়ক সমাধানবলী উন্নতি করবে আঞ্চলিক সহায়তা কার্যালয় (আর এস ও) ও আগ্রহী সদস্যরা পরার্মশের মাধ্যমে। এই নির্দেশনাবলী অনুসারে একটি খসড়া কমিটি প্রতিস্থাপন করেন যা সহ-সভাপতিত্ব করে ইন্দোনেশিয়া সরকার এবং আর্ন্তজাতিক অভিবাসন সংস্থা (আই ও এম) যারা এই নীতি নির্দেশিকা খসড়া করেন। এই খসড়া কমিটিতে ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালদ্বিপ, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড সরকার এবং আই.ও এম এর বিশেজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত।

এই কমিটি ছয় মাসে চারবার মিলিত হয়, সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক নির্দেশিকা উন্নত করনের লক্ষ্য নিয়ে যাতে পাচারের শিকারদের সনাক্তকরণ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলী থাকবে নীতি নির্ধারক ও আসামীদের জন্য। বালি প্রক্রিয়া আলোচনা কার্যাবলী যা অনুষ্ঠিত হয় ২৩-২৪ মার্চ ,২০১৫, থাইল্যান্ডের ব্যাংককে, এই নির্দেশিকার খসড়া প্রচারিত করা হয় সকল সদস্য ও পর্যবেক্ষকদের আলোচনা পর্যলোচনা এবং লিখিত মন্তব্য নিবন্ধের জন্য। অংশগ্রহনকারীরা একমত হন যে, এই নির্দেশিকা একটি উপকারী সহায় যা নীতি নির্ধারক ও কর্মকর্তা যারা পাচারের শিকারদের সনাক্তকরণ এবং রক্ষার সহায়তা করবে। সদস্যদের মন্তবের ভিত্তিতে খসড়া কমিটি আরও সংশোধন ও মৌলিক পরবর্তন এবং সুপারিশসমূহ খসড়ায় সংযুক্ত করেন।

এই নির্দেশিকার লক্ষ্য হচ্ছে পাচারের শিকারদের সনাক্তকরণের এবং রক্ষার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের সাধারণ চিত্র তুলে ধরা যাহার বেশির ভাগ উদাহরণ বালি প্রক্রিয়ার সদস্য দেশের ভাল কর্মপন্থা থেকে এসেছে। এপ্রিল ২০১৩ তে অনুষ্ঠিত পঞ্চম মন্ত্রনালয় সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী এই নির্দেশিকা যা বালি প্রক্রিয়ার সদস্য দেশের বিশেষ উদ্বেগ এবং বিষয় ভিত্তিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত । এই সবই সেচ্ছাসেবামূলক বাধ্যবাধকতা বিহীন এবং বালি প্রক্রিয়া একটি পরিসীমায় সদস্য দেশের অভ্যন্তরীণ সংস্থাসমূহের নির্দেশনার হাতিয়ার হিসাবে বাবহারের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে।

লিসা ক্রফরড
আর এস ও সহ-ব্যবস্থাপক (অস্ট্রেলিয়া)

বেবেব এ. কে. এন. জুগুনান
আর এস ও সহ-ব্যবস্থাপক (ইন্দোনেশিয়া)

REGIONAL SUPPORT OFFICE
THE BALI PROCESS

আদ্যক্ষরসমূহ এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

আসিয়ান	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আসিয়ান সংঘ
বালি প্রক্রিয়া	চোরাচালান ব্যক্তি, পাচার ব্যক্তিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক অপরাধ এর উপর বালি প্রক্রিয়া
আই এলও	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
আই ও এম	আন্তর্জাতিক অভিপ্রয়ান সংস্থা
এনজিও	বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
সংগঠিত অপরাধ সম্মেলন	বহুজাতিক সংগঠিত অপরাধ এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সম্মেলন
আরএসও	বালি প্রসেস এর আঞ্চলিক সহায়তা অফিস
ব্যক্তি পাচার প্রোটোকল	প্রোটোকল বহুজাতিক সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ অপরাধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সম্মেলন প্রতিস্থাপিত প্রতিরোধ, দমন এবং ব্যক্তি বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচারের শাস্তি দিতে।
ইউ এন	জাতিসংঘ
ইউ এন ও ডি ছি	মাদক এবং অপরাধ এর জন্য জাতিসংঘের অফিস

সুচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ ২

অধ্যায় ১: পাচারের শিকার রক্ষার পরিচিতি ৩

১.১. পাচারের শিকার রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো ৩

১.২. সুরক্ষা বাধাসমূহ ৫

১.৩. সুরক্ষা বিবেচ্য বিষয়ঃ প্রধান বাধ্যবাধকতা এবং স্বার্থ ৬

অধ্যায় ২: পরিচালনাগত সুরক্ষা ৮

২.১. প্রাথমিক সুরক্ষা ৮

২.২. ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুরক্ষা ১০

২.৩. টেকসই সুরক্ষা সমাধান ১৪

অধ্যায় ৩: সমন্বয় এবং বহু স্টেকহোল্ডারদের উপায় ১৭

৩.১. সুরক্ষা স্টেকহোল্ডাররা ১৭

৩.২. রাজনৈতিক পর্যায়ে সমন্বয় ১৯

৩.৩. কর্মক্ষম পর্যায়ে সমন্বয় ২০

অধ্যায় ৪: পাচারবে শিকারদবে রক্ষা করার জন্য পরার্মশ সারাংশ ২২

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মানব পাচার একটি গুরুতর অপরাধ যার মারত্মক মাবনাধিকার প্রভাব রয়েছে। পাচারের শিকারদের রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা আন্তর্জাতিক প্রাটোকলের অন্তর্গত যা হচ্ছে ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার নারী ও শিশু পাচারকারীদের প্রতিরোধ, দমন ও শাস্তি প্রদান (ব্যক্তির পাচার প্রোটেকল) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক হাতিয়ার রয়েছে। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সমঝোতা এবং আঞ্চলিক অঙ্গীকার অন্তর্ভূক্ত। একটি কার্যকর ফৌজদারী বিচারের অপরাধ প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি ও হচ্ছে শিকারদের সুরক্ষা, যদি পাচার শিকারদের উপযুক্তভাবে রক্ষা না করা হয়, তাহলে তারা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা সমর্থন করতে ক্ষমতায়িত হবে না।

পাচারের শিকারদের প্রতি বাধ্যবাধকতা সমুন্নত রাখতে এই নীতিনির্দেশক এ প্রস্তাব দেয়া হয় যে, রাষ্ট্রগুলো শিকার-কেন্দ্রিক পদ্ধতির অবলম্বন করুক যা স্বতন্ত্র পাচারের শিকারদের প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী সুরক্ষা প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন এর হিসাব রাখে। শিকারদের সুরক্ষা শর্তাধীন, কিংবা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ দ্বারা/নিয়ে কোন আপোষ করা উচিত নয়। রাজ্য কর্তৃপক্ষের কাজ সর্মথতি সেখানে যেখানে তারা সুরক্ষার বাধা বোঝে, এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় কার্যকরভাবে প্রাসঙ্গিক আইনি কাঠামো ও আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলন অনুযায়ী তাদের মোকাবেলা করতে।

সুরক্ষা বাধ্যবাধকতা কর্মক্ষম করতে, রাজ্যের উচিত পাচার শিকারদের ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সেই প্রথম পরিচিতির মূহুর্ত থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জন করে। তাদেরকে যে প্রাথমিক সুরক্ষা দেয়া হয় তার উচিত অবিলম্বে চাহিদার উদ্দেশ্য এবং প্রতিফলনের সময়কে অন্তর্ভূক্ত করা যা তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পুনরুদ্ধার করা এবং ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করতে পারে, ফৌজদারি বিচর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা বা না করা সহ। যারা কিছু করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম তাদের জন্য, মতামত সচল করা এবং শিকারদের উদ্বেগ উপস্থাপন করা, প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে মনে রাখা এবং সুরাহা করাকে একটি উত্তম অনুশীলন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্থদের হুমকি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, সুরক্ষা পরিকল্পনা ঝুঁকি মূল্যায়ন ভিত্তিতে সংশোধিত করা উচিত।

কার্যকরী এবং টেকসই সুরক্ষা সমাধান শিকারদের সাহায্য করতে পারে তাদের স্বায়ত্বশাসন বজায় রেখে এবং তাদের সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে স্বয়ংসম্পূর্ন অংশগ্রহণকারী হয়ে সমাজের মধ্যে আত্মীকরণের মাধ্যমে। এই নীতিমালা সফল সুস্থতা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক হিসাবে ফৌজদারি বা দেওয়ানি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষতিপূরনে প্রবেশাধিকার তুলে ধরে। বহুজাতিক পাচারের শিকাররা তাদের আসল দেশে ফেরত আসতে পারে, যে দেশে তাদের সনাক্ত করা হয় সেখানে থাকতে পারে, অথবা অন্য কোথাও বসতি স্থাপন, তাদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে অনুসরণ, অথবা পাচারকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শেষ হবার পর। শিকাদের সেরা স্বার্থে বিকল্প উপায় নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রতিশোধের ও ভীতি হুমকি বিবেচনা করে গ্রহণ করা আবশ্যক।

যদিও পাচারের শিকারের রক্ষার বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের সাথে অবস্থান করে, অন্য অভিনেতারাও সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালনের সমর্থনে একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এবং ভিতর সমন্নয়করণ যার ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। অ-রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিদের বিশেষ দক্ষতা আছে শিকারদের সঙ্গে আস্থা ও সৌহার্দ্যপূর্ন সম্পর্ক গড়ে তোলার, তাদের সুরক্ষা চাহিদা বোঝার, এবং তাদের মোকাবেলার কার্যকর এবং ব্যাপক সেবা প্রদান করার। এছাড়াও কার্যকর সুরক্ষায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগীতার প্রয়োজন হতে পারে। বালি প্রক্রিয়াসহ, এশিয়া- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে শক্তিশালী দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগীতার প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে, তা সুরক্ষা সংক্রান্ত সহযোগীতা জোরদার করার একটি দৃঢ় ভিত্তি। এই নীতিমালা সুরক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নে এবং অঞ্চল জুড়ে তাদের মান সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর সহায়তায় একটি হাতিয়ার হিসাবে প্রদান করা হয়।

অধ্যায়-১:

পাচারের শিকার রক্ষার পরিচিতি

১.১. পাচারের শিকারদের রক্ষা করার জন্য আন্তার্জাতিক আইন কাঠামো

জাতিসংঘ বহুজাতিক সংগঠিত অপরাধ বিরোধী সম্মেলন (সংগঠিত অপরাধ সম্মেলন) ধারা ২৫ রাষ্ট্রপক্ষকে বাধ্য করে শিকারদের সহায়তা প্রদান করার জন্য, বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে হুমকি রয়েছে প্রতিশোধ ও ভীতি প্রদর্শনের এবং যথাযথ প্রক্রিয়া প্রতিস্থাপন করতে যা শিকারদের পুনঃস্থাপন এবং ক্ষতিপূরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। শিকারদের সুরক্ষা একটি বিবৃত উদ্দেশ্য, ব্যক্তির মাধ্যমে প্রচার বিশেষত নারী এবং শিশু প্রতিরোধ, দমন এবং বিচার প্রটোকলরে (ব্যক্তির মাধ্যমে প্রচার প্রটোকল) যা সম্পূরন করে সংগঠিত অপরাধ সম্মেলন। ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার প্রটোকল ধারা ৬ ব্যাখ্যা করে যে রাষ্ট্রের

- যথাযথ ক্ষেত্রে এবং যতদূর সম্ভব সুরক্ষা করবে শিকারদের গোপনীয়তা ও পরিচয়, আইনি প্রক্রিয়াও গোপনীয় করার মাধ্যমে (ধারা ৬ (১));
- যথাযথ ক্ষেত্রে, শিকারদের প্রদান করবে, আদালত এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীর সম্পর্কে তথ্যর এবং আদালতে অপরাধ কার্যবিবরণীতে তাদের মতামত ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে সহায়তা করবে। এমনভাবে যা প্রতিরক্ষায় ক্ষতি করবে না (ধারা ৬ (২));
- শিকারদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক পুনরুদ্ধারকে সাহায্য প্রদান করবে, যার মধ্যে আছে যথাযথ বাসস্থান প্রদান; পরামর্শ ও তথ্য; চিকিৎসা, মানসিক এবং বস্তুগত সহায়তা; ও চাকরী, শিক্ষা প্রশিক্ষণের সুযোগ (ধারা ৬ (৩));
- শিকারদের শারীরিক সুরক্ষা প্রদান করার চেষ্টা করবে (ধারা ৬ (৫));
- নিশ্চিত করবে যে আইনি ব্যবস্থা শিকারদের প্রদান করে ক্ষতিপূরণ অর্জন করার সম্ভাবনা তাদের ভুক্তক্ষতির বিপরীতে (ধার ৬ (৬));

ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার প্রটোকল আরও গুরুত্ব দেয় যে রাষ্ট্রের আরও বিবেচনায় নেয়া উচিত পাচারের শিকারদের বয়স লিঙ্গ এবং ব্যক্তিগত চাহিদার বিশেষত শিশুদের বিশেষ প্রয়োজন সমূহ যেমন যথাযথ বাসস্থান, শিক্ষা এবং যত্ন (ধারা ৬ (৪))।

পরামর্শ: শিকারদের রক্ষার জন্য মুখ্য নীতি অনুসরণ করুন

- শিকারদের অনিয়মতিভাবে একটি রাষ্ট্রের প্রবেশ বা থাকার জন্য আটক, অভিযুক্ত বা যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়া উচিত নয়, অথবা সেই অপরাধের জন্য যা তারা পাচার হবার ফলে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত করেছে
- শিকারদের পর্যাপ্ত পরিমানে শারীরিক ও মানসিক যত্নে প্রবেশধিকার থাকতে হবে
- শিকারদের যে কোন অপরাধমূলক, নাগরিক বা অন্যান্য কার্যধারার মাধ্যমে আইনী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা উচিত
- পাচারের শিকার শিশুদের যথাযথ সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করা উচিত, তাদের বিশেষ দূর্বলতা, অধিকার এবং চাহিদা অনুযায়ী
- শিকারদের গ্রহণ বা উৎপত্তি রাষ্ট্রের দ্বারা নিরাপদ (এবং যেখানে সম্ভব, স্বেচ্ছায়) প্রত্যাবর্তন নিশ্চত করা উচিত
- শিকারদের কার্যকর এবং যথাযথ আইনি প্রতিকারে প্রবেশাধিকার দেয়া উচিত।

দেখুন মানবাধিকার হাই কমিশিনার এর কার্যালয় (ও এইচ ছি এইচ আর) মানবাধিকার ও মানব পাচার সুপারিশকৃত মাণ এবং **নীতিমালা**

ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার প্রটোকলের অন্তভূক্ত বিধানসমূহ অনুধাবন করতে হবে পাচারের শিকারদের সহায়তা ও সুরক্ষার আন্তর্জাতিক আর্দশিক কাঠামোর বিস্তৃত পরসিরে। ধারা ১৪ (১), অনুযায়ী , এই প্রটোকল অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে আর্ন্তজাতিক আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধকিার ও মানবিক আইন অনুযায়ী।

১৯৫১ শরনার্থীদের অবস্থান সম্পার্কিত সম্মেলন এবং ১৯৬৭ শরনার্থীদের অবস্থান সর্ম্পকতি প্রেটোকল এবং পুশ ব্যাক বা নির্বাসন বিরোধী নীতিসমূহকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, জোর দেয়ার জন্য যে রাষ্ট্রে পারেনা বিতাড়িত বা ফিরিয়ে দিতে পারে শরনার্থী বা আশ্রয় প্রার্থীদের সেই খানে যেখানে তার জীবন বা স্বাধীনতা হুমকিতে পরবে তার জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, কোন বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর বা রাজনৈতিক মতার্দশের সদস্যপদের কারনে।১ অতিরিক্তভাবে, ধারা ১৪(২) ব্যক্তির মধ্যমে পাচার প্রেটোকল ব্যাখ্যা করতে যে, এটা বাস্তবায়নে গ্রহনকৃত পদক্ষেপ অবশ্যই আন্তর্জাতিক বৈষম্য বিরোধ নীতি অনুযায়ী হতে হবে, অর্থ হচ্ছে যে, একজন ব্যক্তিকে বৈষম্য করা যাবেনা তার চারিত্রিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতে তার অভিবাসী বা অন্যান্য অবস্থান সহ।

পরার্মশ:

আন্তর্জাতিক আইনে সুরক্ষা বিধান প্রয়োগ সংক্রান্তঃ

রাষ্ট্রকে সেই সব রাষ্ট্রের উদাহরণ অনুসরণ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যারা ব্যক্তিত্ব পাচারের সন্ধিতে প্রদান সর্বনিম্ন মান অতিক্রম করে, উদাহরন স্বরুপ ফৌজদারী মামলার উপযুক্ত এবং বাইরে ক্ষতিপূরণ স্কিম প্রবর্তন করে।

পাচারের শিকারদের সুরক্ষায় নির্বাসন বিরোধিতা

রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে ফেরৎ না পাঠানো সেইখানে যেকানে তার জীবন ও স্বাধীনতার উপর হুমকি আসতে পারে, বা ব্যক্তিকে নির্যাতিত করা হতে পারে, যা প্রযোজ্য সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং যার প্রভাব রয়েছে পাচারের শিকারদের সুরক্ষায়।২ বিশেষত শিশুদের সম্পর্কে শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি” শর্তারোপ করে যে, মূল দেশে ফেরত যাওয়া কোন উপায় হতে পারে যদি তার ফলসরুপ একটি “যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকতি ফেলবে, যে, সেই ধরনের ফেরত যাওয়ার ফলে একটি শিশুর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে, বিশেষত নির্বাসন বিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়ন করলে । মূল রাষ্ট্রে ফেরৎ যাবার নীতি আয়োজন করা যাবে যদি সেই ফেরৎ যাওয়া হয় উক্ত শিশুর ভাল স্বার্থের জন্য ৩

পাচারের শিকার শিশু সম্পর্কে ধারা, ৩৯ শিশুদের অধিকার সম্মেলন (সি আর সি) রাষ্ট্রেকে বাধ্য করে শারীরিক এবং মানসিক আরোগ্যতা এবং সামাজিক একীভূত করনকে উন্নীত করতে। সি আর সি এর ধারা ৩ রাষ্ট্রেকে বাধ্য করে বিবেচনা করতে শিশুদের ভাল স্বার্থের সর্বধরনের শিশু সম্পর্কিত বিষয়ে । শিশুদের ভাল স্বার্থ সম্পর্কিত সকল বিবেচনাগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে একীভূত করা উচিত প্রক্রিয়া এবং নীতিমালাতে যা পাচারের শিকার শিশুদের সহায়তা ও সুরক্ষা করে। যেক্ষেত্রে একজন শিকার সঙ্গতভাবেই অনুমানকৃত হয়১৮ বছরের কম হিসাবে, যে অধিকারী হয় উন্নত মানের সহায়তা এবং সুরক্ষা পাবার শিশু শিকারেরা যা সামর্থ্য করতে পারে কোন বয়স প্রমানের প্রয়োজন ছাড়াই, যতক্ষন পর্যন্ত তার বয়স নশ্চিতি করা যাবে যথাযথ বয়স মূল্যায়ন হয়।

১ দেখুন Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention relating to the Status of Refugees, Article 3 of the Convention against Torture and Article 16 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Also see Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which the United Nations Human Rights Committee has interpreted as entailing a prohibition on refoulement. See: UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 10 March 1992, paragraph 9.

২ 1951 Refugee Convention relating to the Status of Refugees, Article 33(1). আরও দেখুন Trafficking in Persons Protocol, Article 14, and the International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, Articles 6 and 7. The principle of non-refoulement has also become a rule of customary international law.

৩ Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6, (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, Paragraph 84. States should ensure that authorities designated to determine the best interests of the child are able to do so without having to balance the interests of the child against other interests, including those of the State. For more, see: UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, UNHCR, May 2008, available at: http://www.refworld.org/ docid/48480c342.html

রাষ্ট্রের অধিক্ষেত্রের মধ্যে সকল ব্যক্তিরা, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত অনাগরিকেরাও তাদের আছে মূল মানবাধিকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তজার্তিক চুক্তি(আই সি সি পি আর), যা বিবৃত করে দাসত্ব , বশ্যতা এবং জোরপূর্বক শ্রম থেকে মুক্তি , প্রতিস্থাপন করে কার্যকরী প্রতিবিধানের অধিকার ওইসব ব্যক্তিদের যাদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে সম্মেলনের অধীনে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল বিবৃত করে যে কার্যকারী প্রতিবিধানের অধিকার পরিবেষ্টিত করে একটা বাধ্যবাধকতা অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে ,এবং শিকারদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে।

অনেকগুলি আদর্শ এবং মান রয়েছে যা গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতাকে অনাগরিক শিকার ও স্বাক্ষীদের সুরক্ষা করতে ।৪ এইসব কিছু মেনে , ধারা ৫ (খ) জাতিগত বৈষম্য অপসারন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ধারা ১৬ (২) অভিবাসী কর্মী এবং তাদরে সদস্যদের অধিকার সুরক্ষায় আর্ন্তজাতিক সম্মেলন, বিশেষত প্রাসঙ্গিক । এই সব বিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্র পক্ষদেরকে আবশ্যকি ভাবে প্রদান করবে সকল ব্যক্তিদের ফৌজদারী বিচারে সুরক্ষা, যারা অনিয়মিত অবস্থানে রয়েছে তাদেরও, যারা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার, যা কিনা প্রদান করা হয়েছে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা বা বেসরকারি পক্ষ দ্বারা।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) বেশ কিছু সম্মেলনে আরও প্রযোজ্য । ২৯ তম সম্মেলনে জোরকৃত বা বাধ্যতামূলক শ্রমের (১৯৩০) উপর এবং ২০১৪ প্রেটোকল (জুন ২০১৪) এর প্রভাব রয়েছে জোর পূর্বক শ্রম এবং মানব পাচারের শিকারদের সুরক্ষা শক্তিশালীকরনে , ২০৩ নং সুপারিশ জোরপূর্বক শ্রমের উপর (সম্পূরক উপায়) বিবৃত করে সুরক্ষার উপায়সমূহ যার মধ্যে বয়েছে শিকারদের ক্ষতিপূরণ , ১৮২ নং সম্মেলন শিশু শ্রমের নিকৃষ্ট রুপের উপর , উল্লেখ করে শিশুদের রক্ষা । এছাড়াও ১৮৯ নং গৃহস্থালী কর্মীদের জন্য ভাল কাজরে বিষয়ে সম্মলেন (২০১১) আদশে করে সদস্য রাষ্ট্রকে প্রচার ও রক্ষা করতে গৃহস্থালি র্কমীদরে মানবাধিকার চুক্তিপত্রের প্রয়োজনীতার মাধ্যেমে, নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে সব কর্মীদের অধিকার থাকবে তাদের ভ্রমন এবং পরিচিতি নথি নিজেদের কাজে রাখার এবং নিয়ন্ত্রন করার মাধ্যমে বেসরকারী নিয়োগ সংস্থাসমূহকে।

১.২ সুরক্ষার বাধাসমূহ

মানব পাচারের শিকারেরা৫ – তাদের অধিবাসী বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে অবশ্যই সুরক্ষা পাবে আরও ক্ষতি থেকে । রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে শিকারদের সুরক্ষা করতে যাতে করে তাদের মানবাধিকার সমুন্নত থাকে।শিকারদের সুরক্ষা যাদের মধ্যে আছে এ সব শিকারেরা যারা স্বাক্ষীর ভূমিকা পালন করে বিচার প্রক্রিয়ার সময়ে হচ্ছে ভিত্তি, মানব পাচারের বিষয়ে একটি যথাযথ এবং ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার যেভাবে সংজ্ঞায়িত আছে ধারা ৩ ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেটোকলে।৬

সম্ভ্যব্য পাচারের শিকার সনাক্তকরনের প্রাথমিক বাধাসমূহের বাহিরে আরও কিছু সম্পূরক বাধা রয়েছে যা রাষ্ট্র মুখোমুখি হয় তাদের সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা নর্বিাহ করার জন্য। পাচারের শিকারেরা অনিচ্ছুক হতে পারে রাষ্ট্রের সুরক্ষা গ্রহন করতে, অনুরুপ কারনে তারা ইচ্ছুক না হতে পারে সনাক্ত হতে জাতীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃক ।৭ শিকারদের আস্থা এবং বিশ্বাস কম থাকতে পারে রাষ্ট্ররে প্রতষ্ঠিান ও তাদের সামর্থ্যে শিকারদের এবং তাদের পরিবারের ক্ষতির থেকে সুরক্ষায় । বিশেষত যেক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা থাকে অন্য দেশে বা অধিক্ষেত্রে । কিছু শিকারেরা পছন্দ করেতে পারে পাচারকারীদের নিয়ন্ত্রনে থাকতে, বরং জাতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে জড়িত হবার চেয়ে। যেহেতু পাচারের শিকারেরা হচ্ছে ভিন্ন বয়স যৌনতা, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা শিক্ষা এবং

৪ উদহারনসরুপ দেখুন, victim and witness protection provisions in the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/40/34, (29 November 1985), (Article 6(d)); Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses (Nos. 32-34); Articles 24 to 26 of UNTOC; Articles 6 to 8 of the Trafficking in Persons Protocol; Article 16(2) of the Pro- tocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Smuggling of Migrants Protocol); and Article 32 of the UN General Assembly, United Nations Convention Against Corruption, 31 October 2003, A/58/422.

৫ Throughout this document, the term ‘human trafficking’ is used to refer to ‘trafficking in persons’ as defined in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking in Persons Protocol). Also see Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015.

৬ আরও তথ্যের জন্য, দেখুন Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons, Bali Process, 2014.

৭ আরও তথ্যের জন্য, see Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015.

৮ আরও তথ্যের জন্য, see Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 2.2.

পারিবারিক পটভূমির, এবং তাদের আছে ভিন্ন , অভিজ্ঞতা, প্রেরণা এবং লক্ষ্যসমূহ সেহেতু "এক – আকার- হবে -সবার" সমাধান কার্যকারী নয়।৯ অ-নাগরিকরা যারা কোন অধিকার রাখে না ওই দেশে থাকতে যেখানে তারা চিনহ হয়েছে, মুখোমুখি হতে পারে বিশেষ বাধার সুরক্ষা সেবা অধিগ্রহন করতে , যার মধ্যে রয়েছে অধিগ্রহন করা ক্ষতিপূরণ বা দাবি অন্বেষণ করতে , কিন্তু কিছু ব্যক্তিরা তাদের অভিবাসী অবস্থা নির্বিশেষে অধিকারী হবে সেইসব যে সব সেবা গ্রহন করার জন্য। ১০

১.৩ সুরক্ষা বিবেচ্য বিষয়: প্রধান বাধ্যবাধকতা এবং স্বার্থ

সুরক্ষা একটি জরুরী উপাদান মানব পাচার বিষয়ে বিস্তৃত প্রতিক্রিয়ার।১১ যতক্ষন না পাচারের শিকারদের যথাযথ সুরক্ষা দেয়া হবে, তারা ক্রমান্বত শোষিত হতে পারে, কখনই শোষন থেকে পুনুরুদ্ধার না হতে পারে, বা পতিত হতে পারে পুনঃপাচারের চক্রের মধ্যে। রাষ্ট্র বাধ্য শিকারদের সুরক্ষা দিতে, তারা ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে রাজী হওয়া নির্বিশেষে। যেক্ষেত্রে শিকারেরা অংশগহন করতে ইচ্ছুক তদন্ত বা বিচারে তাদের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে রাষ্ট্রের পাচারকারীদের সনাক্তকরন তদন্ত এবং বিচারের স্বাথকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে, যা পালাক্রমে উন্নীত করবে অপরাধ প্রতিরোধ এবং নিবৃত্ত করা । নিশ্চিত করা শিকারদের যথাযথ সুরক্ষা বৃদ্ধি করে সম্ভাবনা যে তারা সক্ষম হবে আইন প্রয়োগকারী প্রচষ্টোয় অবদান রাখতে যাতে পাচার কারীদের বিচারের সম্মুখীন করা যায়।

কার্যকর হবার জন্য, রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিৎ শিকার-কেন্দ্রিক এবং বিস্তৃত বিবেচনার মধ্যে নিয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং স্বাথ প্রত্যেক শিকারের। সুরক্ষা এবং সহায়তা পরিকল্পনার মূখ্য বিবেচ্য সমূহ হচ্ছে অন্তর্ভূক্ত করে অনুবর্তীঃ

- কিছু শিকারেরা পছন্দ করতে পারে ফেরৎ যেতে তাদের দেশে এবং তাদের পরিবারের সাথে পূনর্মিলিত হতে। অন্যরা তাদের সমাজে অবিলম্বে ফেরৎ যেতে পারে না , এবং তাদের প্রায়োজন হতে পারে পরার্মশরে, ঔষধ ও মানসিক চিকিৎসা লাভ করা, এবং/ বা আইনি প্রতিকার খোজা, যার মধ্যে রয়েছে পাচাররে মামলায় তদন্ত এবং বিচার অংশগ্রহন করা

- কিছু শিকারেরা ফেরত যেতে পারেনা কারণ নিয়োগকারীরা বা অন্যরা তাদরে মূল দেশে তাদরে হুমকির কারণ হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে ভাল চর্চা হচ্ছে তাদরেকে প্রদান করা টেকসই সুরক্ষা সমাধান সেই রাষ্ট্রে যেখানে তারা সনাক্তকৃত বা তৃতীয় রাষ্ট্রে

- রাষ্ট্রের সুরক্ষা সেবার উচিত নয় বাদ দেয়া বা উপেক্ষা করা নির্দিষ্ট শ্রেণির ব্যাক্তিদের, উদহারনস্বরুপ পুরুষ বা ঘরোয়া পাচারের শিকার

- সুরক্ষাকে অবশ্যই উপযোগী করতে হবে ব্যাক্তিগত প্রয়োজনের উপর এবং কাজে লাগাতে সবো প্রদানকারীদরে বিশেষ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা মোকাবিলা করার জন্য বিশেষে বাধার যা পাচাররে শিকারেরা মুখোমুখি হয়। কিছু ব্যক্তিরা হুমকিতে থাকে পাচারকারিদের প্রতিশোধ থেকে, যখন অন্যরা মুখোমুখি হতে পারে সুরক্ষা পেতে বাধা যা উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। কিছু শিকারদের প্রয়োজন হতে পারে বেশী সময় অন্যদের তুলনায় আরোগ্যের জন্য বা প্রয়োজন হতে পারে বিশেষ সেবা অধিগ্রহন করতে যাতে তারা সাহায্য পেতে পারে তা করার জন্য

- নিশ্চিত করা, যে শিকারেরা প্রায় বিশেষ সুরক্ষা তাদরে প্রায়ই প্রয়োজন হতে পারে সহযোগীতার বিশেষ বেসরকারী কর্মচারিদের যারা রাষ্ট্রেকে সাহায্য করতে পদের শিকারদের সুরক্ষা দেবার বাধ্যবাধকতাকে মেটানোর জন্য

- শিকারের থাকা উচিৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং তাদের সহায়তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সম্পৃক্ততা, বিবেচনা দেয়া উচিৎ পৃথক শিকারদের বিশেষ প্রয়োজনকে, যার মধ্যে রয়েছে ও যা উদ্ভুত হয়েছে তাদের, বয়স, যৌনতা, লিঙ্গ, যৌন অভিযোজন, জাতীয়তা, জাতিগত বা সামাজকি উৎস, অক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে।

শিকারের সুরক্ষার প্রয়োজন পবিরর্তন হতে পারে সেই মূহুর্ত থেকে যেখানে তারা শনাক্তকৃত হয় ফৌজদারী বিচারে প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ততার মধ্যে দিয়ে , সেই ধরনের প্রক্রিয়ার পরবর্তী উপসংহারে । সেই অনুযায়ী, রাষ্ট্র অবশ্যই ক্রমাগত ভাবে দায়িত্বগ্রহন করবে ঝুকি মূল্যায়ণের যাতে নিশ্চিত হয় প্রয়োজন পরিবর্তনের সাথে সুরক্ষা দেবার মনিয়ে নেয়ার।

৯ কিছু দেশে, অপর্যাপ্ত সেবা প্রাপ্ত করা যায় পাচারের শিকারদের জন্য তাদের বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ধারণ করে। যেমন , যেমন নিরাপদ বাসস্থান আসর্য কেন্দ্রে শুধু মহিলা শিকারদের স্থান দেয়।

১০ আরও তথ্যের জন্য, দেখুন Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 2.2.

১১ দেখুন Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 2.1. "Why identification is important".

যেহেতু মানব পাচার হচ্ছে প্রায়ই একটি আন্তঃ সীমান্ত অপরাধ , এটা খবই গুরুত্বপূর্ন নিশ্চিত করা যে (ক) শিকার সুরক্ষা কার্যক্রম আরোপ করা হয় উভয় দেশীয় এবং বিদেশী শিকারদের ক্ষেত্রে এবং (খ) আন্তজার্তিক এবং সহায়তা প্রতিস্থাপন দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহু পাক্ষিক পর্যায়ে , সংগঠিত অপরাধ সম্মেলন এবং ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার প্রটোকলরে বিধান অনুসারে নিশ্চিত করতে যে সীমানা ও অধিক্ষেত্র সমস্যা, ব্যাহত না করে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে তার শিকার সুরক্ষার বাধ্যবাধকতাকে মেটানোর থেকে। গ্রহনকৃত দেশের কন্সুল্যার প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে শিকারদের সনাক্ত করতে এবং তাদের অনতিবিলম্বে সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে প্রথম যোগাযোগের মুহূর্ত থেকে, যথাযথভাবে সজ্জিত করা উচিত তা করার জন্য। ১২
শিকার কেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের ভিত্তি হওয়া উচিত, মৌলিক বিবেচনায় সমূহ যেমন নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, এবং বৈষম্যহীন, শকিাররে ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন নির্বিশেষে।

নিরাপত্তা: পাচারকারীর মারাত্মক হুমকি হতে পারে শুধু শিকারদের নয় বরং তাদের পরিবারেরও।

- শিকারদের এবং তাদের পরিবারের ও অন্যান্যদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

গোপনীয়তা: গোপনীয়তা লঙ্গন বিপদগ্রস্থ করতে পারে শিকারদের নিরাপত্তা এবং তাদের পরিবারেরও। শিকারেরা প্রায়ই ভয়ে থাকে র্সবসাধারন এবং তাদরে পরবিাররে দ্বারা কলঙ্কতি হবার, বিশেষত যে ক্ষেত্রে যৌন নীপিড়ন জড়িত। এই উদ্বগেগুলিকে সুরাহা করতেঃ

- তথ্য শুধুমাত্র তখনই প্রদান করা যাবে যখন শিকারেরা সম্মতি দিবে এবং সংর্কীণ রাখতে হবে যতটা সম্ভব স্বল্প লোকের মধ্যে যাতে করে শিকারের তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা
- যেক্ষেত্রে শিক্ষার সম্মতি দেয় তার তথ্য বন্টন করার জন্য বিশেষ সংস্থাসমূহের কাছে আরও সহয়তা পাবার জন্য, সেইসব সংস্থাসমূহ বা এর সাথে জড়িত অন্যরা, যেমন মিডিয়াকে যথাযথভাবে অবগত করতে হবে তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে।

অ-বৈষম্য: পাচারের শিকারদের সুরক্ষার প্রহরা বিস্তৃত করতে হবে সকল শিকারদের জন্য, কোন বৈষম্য ছাড়াই।

- পাচারের শিকারেরা অবশ্যই সুরক্ষা পাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে ১৩
- রাষ্ট্র শুধু বৈষম্যেকে নিবৃত্ত করবেনা , বরং আরও উন্নত পদক্ষেপ গ্রহন করবে সকল ধরনের বৈষম্যের সাথে লড়াই করার জন্য যা উভয় বেসকারী এব রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের দ্বারা হতে পারে যারা জড়িত পাচারের শিকারদের সুরক্ষায়।

পরার্মশ: সুরক্ষা পন্থা যেন শিকার-কেন্দ্রিক হয় নিশ্চিতকরণঃ

নিশ্চিত করতে হবে যে পাচারের শিকারদের সুরক্ষা পন্থা যেন শিকার-কেন্দ্রিক, শিকার ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিবেচনায়, এবং তাদের সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। শিকার সুরক্ষা কার্যসূচি একটি বৈষম্যহীন ভিত্তিতে পাচারের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং বিশেষ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমসেহ শিকারদের স্বতন্ত্র চাহিদার সঙ্গে সহজে মানিয়ে নেয়া উচিত।

১২ দেখুন: Guidelines for the Identification of Victims of Trafficking in Human Beings: Especially for Consular Services and Border Guards,European Union, 2013.

১৩ আরও তথ্যের জন্য দেখুন অধ্যায় ১.২

অধ্যায়-২:

পরিচালনাগত সুরক্ষা

পাচারের শিকারদের সুরক্ষা প্রয়োজন হতে পারে তিনটি মূখ্য প্রসঙ্গেঃ

১। প্রাথমিক সুরক্ষা
২। ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার সময়ে
৩। টেকসই ভিত্তিতে উপর, যার মধ্যে অর্ন্তগত রয়েছে পুনঃ প্রতিষ্ঠান সহজতর করা ।১৪ প্রত্যেক শিকারের সুরক্ষায় প্রয়োজন পবিবর্তন হতে এই ধাপসমূহরে সমস্ত অংশ ব্যাপী, যা রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ন করে ঝুকি মুল্যায়নের দায়িত্ব গ্রহন করা প্রত্যেক ধাপে যা সুরক্ষা সেবা উপযোগী করা যায় পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সাথে।

২.১ প্রাথমিক সুরক্ষা

যে ধরনের সুরক্ষা প্রদান করা হয় যখন একজন সম্ভাব্য পাচারের শিকারকে সনাক্ত করার সময়ে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরও সাফল্যের জন্য সুরক্ষা পরিকল্পনার জন্য যা সেবা প্রদানকারীর বাস্তাবায়ন করে । বিষেশত, এই ধাপে নেয়া সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হবে প্রতিস্থাপন করার জন্য আস্থা ও সহায়তা পাচারের শিকার এবং সেবা প্রদান কারীর মধ্যে । সুরক্ষা নীতিমালা যা নিরাপদ এবং পর্যন্ত পাচারের শিকারদের প্রয়োজন হতে পারে তা নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয় তাদের কতৃপক্ষের সাথে সহায়তা করার সম্মতি উপরে নয়।

এই মুর্হূতে মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সনাক্তকরা এবং সুরাহ করা পাচারের শিকারদের আশু প্রয়োজন এবং উদ্বগেকে। যার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে:

- গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, এবং সুরক্ষা দেয়া শিকার এবং পরিবার বা কাছের বন্ধুদের
- মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, এবং বাসস্থান অধিগ্রহন করতে দেয়া
- পরিবারের সাথে যোগাযোগ এবং পরিবারকে খোজা, যেখানে কোন সন্দেহের কারণ নেই জড়িত থাকার পাচারের সাথে, এবং যেক্ষেত্রে যোগাযোগ নিরাপদ থাকে শিকার এবং তার পরিবারের
- জরুরী চিকিৎসা যত্ন
- আইনগত এবং অভিবাসি পরামর্শ

এই মূহর্তে পাচারের শিকারদের আদর্শিক ভাবে প্রদান করা হবে তাদের অধিকার সম্মন্ধে বিস্তারিত তথ্য, সাথে সাথে সহায়তা এবং সুরক্ষা পরিকল্পনা এবং যা এটার ফলস্বরুপ বাধ্য বাধকতা ও দায়িত্বর সুযোগ, প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকেও ব্যাখ্যা করবে। এই তথ্যসমূহ প্রদান করা হবে যখন পাচারের শিকারেরা এমন অবস্থায় থাকবে যাতে তারা প্রদানকৃত তথ্যকে পর্যাপ্তরুপে উপলদ্ধি এবং অনুধাবন করতে পারবে। অনুবাদক/ দোভাষীদের উপস্থিতি প্রয়োজন হতে পারে যদি পাচারের শিকারেরা যে জায়গাতে তার সনাক্ত হয়েছে সেই ভাষা না বলতে পারে। তাদেরকে সহায়তার উপস্থিতি জানানো হলে পাচারের শিকারদের উদ্ধেগ প্রশমতি হবে এবং সাহায্য করবে সিদ্ধান্ত নিতে পরর্বতী ধাপ এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে। এই প্রাথমিক অধ্যায়ে যত্ন প্রয়োজনীয় মঞ্চ বিন্যস্তকরনে টেকসই এবং দীর্ঘ মেয়াদী সহায়তা এবং ক্ষমতাপ্রদান করা শিকারদের সিদ্ধান্ত নিতে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা সেবার থেকে কোনটা তার চায় এবং অংশগ্রহন করবে কিনা ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায়।

পরার্মশ: শিকাররা সহযোগিতা করুক বা না করুক তাদের রক্ষা করতে

রাষ্ট্রের নির্বিশেষে শিকারদের অভিপ্রয়ান বা অন্য অবস্থা এবং ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ তাদের সম্মতি ভুক্তভোগীদের সুরক্ষায়, তাদের বাধ্যতামূলক তুলে ধরা উচিত।

১৪ আরও তথ্যের জন্য, প্রথম যোগাযোগের মুহূর্তে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মানব পাচারের শিকারদের সনাক্তকরণ সম্পর্কে (ফৌজদারি বিচারের উদ্দেশে নেয়া সাক্ষাৎকারগুলি সহ), দেখুন Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015.

শিকার যারা সম্ভব্য শিশু তাদরে অনতবিলিম্বে নির্দেশনা দেয়া উচিত শিশু সুরক্ষা কতৃপক্ষের নিকট বয়স মূল্যয়ন সম্পন্ন করার জন্য, আইনি অভভিাবক নয়িগে এবং সরো স্বাঁথ নির্ণয় সম্পন্ন করে যথাযথ অন্তবর্তী যত্নে ব্যবস্থা প্রদান । যদি শিশুর সাথে সঙ্গী থাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সেই শিশুর অভিভাবক শিশুর সেরা স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ত করতে পারবে নাকি নয়, উদহারণ স্বরুপ যদি অভিভাবককে সন্দেহ করা হয় শিশুর পাচারের সাথে পাচারের সাথে জড়িত থাকার।১৫ অভিভাবকদের দায়িত্ব অন্তভূর্ক্ত করে নিশ্চিত করা শিশুর যথাযথ যত্নে ,বাসস্থান, স্বাস্থ্য সেবা, মনোসামাজিক সাহায্য, শিক্ষা এবং ভাষা সহায়তা , এবং আরও শিশুকে অবগত রাখা তাদের অধিকার এবং টেকসই সুরক্ষা সামাধন সনাক্ত করতে সহায়তা করা শিশুর সেরা স্বার্থের জন্য ।১৬

> ⚠ *সাবধানতা:*
>
> একটি ঝুকি আছে যে, পাচারকারীরা অনুপ্রবশে করার সুযে াগ খুজতে পারে সহায়তা কার্যক্রমে বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারে শকিাররে অবস্থান সম্পর্কে। সবো প্রদানকারীদরে সজাগ থাকতে হবে এই ঝুকি সম্পর্কে এবং কে ান তথ্য প্রকাশ না করা সইে ব্যক্তদিরে কাছে যাদরে পরচিয় এবং প্রমানপত্রাদি অজানা থাকে।

সম্ভাব্য পাচারের শিকারের সাথে প্রথম যোগাযোগের মুহূর্তে যারা থাকবে তারা পদক্ষেপ নিবে সম্ভাব্য শিকারদের নিরাপত্তা সুরক্ষা দেবার জন্য, সাথে সেথে কর্মীদেরও যারা শিকারের সাথে সংর্স্পশে আসে। ঝুকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া সেই ঝুকি ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা ব্যবস্থার পরিসীমা হতে পারে নিরাপত্তা র্কমীর উপস্থিতির থেকে শুরু করে বা সরকারী যোগাযোগ এবং সহায়তা পুলিশের, বেসরকারী নিরাপত্তা কোম্পানির উপস্থিতি আশ্রয়স্থলে ।

যেক্ষেত্রে শিকারদের রাখা হয়েছে আশ্রয়হীন বাসস্থানে ঝুকি মূল্যায়ন পরিচালিত করার প্রয়োজন বিবেচনা করা নিরাপর্ত্তা বাধাসমূহ যা রয়েছে শিকারদের, তাদের পরিবার ও বন্ধুদের এবং সেবা প্রদানকারীদের, সাথে সাথে যোগাযোগ অধিগত করা এবং স্থানীয় পুলিশের নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতা। এটা গুরুত্বপূর্ন যে সব কর্মীরা যারা শিকারদের সহায়তা প্রদানের সাথে জড়িত তাদের দেয়া হয় নিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং হালনাগাদ করা শিকারদের এবং তাদের ঝুকি সম্পকে।১৭ শিকার এবং তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য বন্টন করা হবে শুধুমাত্র জানার প্রয়োজন এর ভিত্তিতে তার মানে হচ্ছে কর্মকর্তাদের প্রদান করা হবে তথ্য শুধুমাত্র তাদের সুরক্ষা কার্য পরিচালনা করার উদ্দ্যেশ্য।

পাচারের শিকারের প্রদান করা হতে পারে নিরাপদে বসবাস আশ্রয়স্থানে বা অন্য জায়গায় যা যথাযথ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং যা চলাফেরার স্বাধীনতা রাখবে। তাদের রাখা উচিত নয় তালাবদ্ধ জায়গায়, যা কিনা অভিবাসন আটক কেন্দ্র, কারগার বা অন্য কোন নিরুদ্ধ জায়গায় যেখানে তারা আসতে বা যেতে মুক্ত নয়। ১৮ শিকারদের আরও প্রয়োজন হতে পারে জরুরী চিকিৎসা পরিচর্যার এবং স্বাস্থ্য সেবা অধিগ্রহণ, সাথে সাথে আইনি এবং অভিবাসন সহায়তা এবং সাহায্য অধিগ্রহণ। এটা খুব ভালভাবে সুপ্রতষ্ঠিতি যে এই অপরাধের অন্তর্নিহিতভাবে আঘাতমূলক প্রকৃতির ধরনের জন্য, পাচারের শিকারদের "প্রতিফলনের সময়" দেয়া উচিত যা তারা পুনরুদ্ধার শুরু করতে পারে তাদের অভিজ্ঞতা এবং

> **পরার্মশ:** পাচারের শিকার প্রতিফলন সময়সীমা প্রদান
>
> পাচারের শিকারদের অভিজ্ঞতা থেকে পুরুনুদ্ধার শুরু করতে তাদের সক্রিয় প্রতিফলন সময়সীমা প্রদান করতে হবে। বহুজাতিক পাচারের শিকারদের জন্য অস্থায়ী ভিসা সহ প্রতিফলন সময়কালে এবং যুক্ত সমর্থক, সরবরাহ করা উচিত নির্বিশেষে শিকারের ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ার পাচারকারীর বিরুদ্ধে অংশগ্রহণের সমর্থ

১৫ সেরা স্বার্থ নির্ধারণে শিশুদের সাথে পরামর্শ করা উচিৎ। ধারা ১২ শিশু অধিকার সম্মেলন (ছি আর ছি) নির্ধারণ করে যে শিশুদের মতামতকে মূল্য দিতে হবে তাদের বয়স ও পরিপক্কতা অনুযায়ী, consideration should also be given to Article 16 of the CRC, protecting children from arbitrary or unlawful interference with their privacy, family or correspondence, and Article 17 concerning State obligations to guarantee the right of children to access information.

১৬ দেখুন Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, UNICEF technical notes, UNICEF, 2006, pp.16-17.

১৭ দেখুন The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking, IOM, 2005, section 4.2.6.

১৮ দেখুন also Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), United Nations High Commissioner for Human Rights, Guideline 6(1).৯

সিদ্ধান্ত নিতে যে তারা সাহায্য নিবে না নাকি নয় তদন্ত বা বিচারের জন্য। প্রতিফলন সময় বিভিন্ন হয় রাষ্ট্রের ভেতরে, সাধারণত ৩০ থেকে ৯০ দিনের পরিসরে হয়। ১৯ সম্পূরক বাধাসমূহ উদ্ভূত হয় যেখানে পাচারের শিকারেরা অ-নাগরিক যাদের রাষ্ট্রের ভেতরে অনিয়মিত অবস্থান রয়েছে। সুরক্ষা পরিকল্পনা বিদেশী নাগরিকদের জন্য প্রয়োজন হতে পারে অস্থায়ী ভিসা ব্যবস্থা যা সেই ব্যক্তিকে সক্ষম করবে প্রতিফলন সময়ে ওই দেশে থাকতে।

যদি শিকারেরা পায় পর্যাপ্ত সহায়তা এবং পুনরুদ্ধার হবার সময় এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার, তারা চূড়ান্তভাবে ইচ্ছুক এবং সক্ষম হতে পারবে ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া সাহায্য করতে। অনেক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থায়ী ভিসা সরবরাহ করে যা শিকারদের প্রদান করে ওই দেশে থাকার সুযোগ, উদাহরনসরূপ যখন একজন শিকার অবদান রাখবে পাচারকারীদের তদন্ত এবং/বা বিচারেকে লক্ষ্য করে এবং এইজন্য তারা বিপদে পরতে পারে যদি তারা নিজেদের মূল দেশে ফিরে যায়।

পরার্মশ: উত্তম অনুশীলন অনুযায়ী মানব পাচারের শিকারদরে সুরক্ষা

হিউম্যান রাইটস হাই কমিশনারের অফিস (ও এইচ ছি এইচ আর) মানবাধিকার এবং মানবপাচারের উপর প্রস্তাবিত মূলনীতি ও নির্দেশিত গাইডলাইন ৬ এ উপদেশ দেয় যে, রাষ্ট্র এবং যেখানে প্রাসঙ্গিক আন্তঃসরকার ও বেসরকারী সংস্থা, বিবেচনা করা উচিতঃ

- ক্ষতিগ্রস্থদের অভিবাসন বা অন্য কোনভাবে আটকে না রাখা হয় তা নিশ্চিত করা
- নিশ্চিত করতে হবে যে, শিকারদের অসম্মতিতে যেন তাদেরকে কোন সুরক্ষা বা সহায়তা সেবা গ্রহণ করতে বাধ্য না করা হয়
- শিকারদের তাদের জাতীয়তা রাজ্যের কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার প্রতিনিধিদের অধিগত করতে অবহিতকরণ
- শিকারদের গোপনীয়তাকে সম্মান এবং তাদের পরিচয় প্রকাশ না করে তাদেরকে পাচারকারীদের হুমকি, ক্ষতি বা প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষিত রাখা।

২.২ ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুরক্ষা

শিকারদের অবশ্যই জোর করা হবে না ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে, কিন্তু ক্ষমতা দেয়া হবে বেছে নিতে যে তারা চায় কি চায় না। যেসব শিকারেরা ইচ্ছুক এবং সক্ষম অবদান রাখতে পাচারকারীদের তদন্ত এবং বিচার করতে বিশেষ সেবা বিবেচনা প্রযোজ্য।

মানব পাচার এবং সম্পর্কিত অপরাধ বিচার প্রায়ই নির্ভর করে স্বাক্ষীর বিবৃতিতে দৃঢ় প্রমানের অনুপস্থিতিতে তার মানে হচ্ছে এটার সফল হবার সম্ভবনা কম শিকারদের অংশগ্রহণ ব্যতিত। যদি একজন শিকার অক্ষম হয় নির্ভরযোগ্য প্রমান দিতে, বা একবোরেই অনিচ্ছুক হয় প্রমান দেবার জন্য, যা বিরুপ প্রভাব ফেলে বিচারের সম্ভাবনাকে বা আদালতে বিচারের ফলকে যা বিপন্ন করে রাষ্ট্রের দন্ডাদেশ নিশ্চিত করার সম্ভাবনাকে।

একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা শিকারদের প্রদান করা যথাযথ পুনরুদ্ধার অধিগ্রহণ সংকটাপন্ন হতে পারে যেখানে শিকাররা সাহায্য পায়না আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে সন্তুষ্টি অর্জনে। ২০ নিশ্চিত করা যে শিকারদের প্রদান করা হয় যথাযথ সাহায্য এবং সুরক্ষা ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের মধ্যে দিয়ে যা শুধুমাত্র তাদের অপরাধের শিকার হিসাবে অধিকার রক্ষা করেনা, বরং আরও প্রায়োজন তাদের নিরাপত্তা, কার্যকরী এবং মূল্যবান অবদান পাচারকারীদের প্রসিকিউসনের উল্লেখ্য করে

১৯ দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন, Cathy Zimmerman et al., Stolen Smiles: The physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked into Europe, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2006, p.3.

২০ দেখুন section 1.1. above on State obligations to protect victims and section 2.1 on their interests in doing so

পরার্মশ: ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে ঝুঁকি মূল্যায়ন সঞ্চালন করাঃ

শিকারদের সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা বিচারের সময়, আগে এবং পরে পৃথক হবে। সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রের জন্য উত্তম অনুশীলন হেব মূল্যায়ন ঝুঁকি পরিচালনার প্রতি প্রক্রিয়ায় পর্যায়ে নিশ্চিত করা যে ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া সুরক্ষা সেবা যেন কার্যকরভাবে তাদের পরিবর্তন সুরক্ষা চাহিদার সাথে অভিযোজিত হয়।

প্রাক-বিচার সুরক্ষা

তাদের কার্যকরী পুনরুদ্ধার অর্জনের একটি অংশ হিসাবে, পাচারের শিকাররা চাইতে পারে বিচার, ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা সংশ্লিষ্ট হবে অভিযোগকারী এবং স্বাক্ষী হিসাবে যার ফলে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তদন্ত চলাকালে এবং কিছু ক্ষেত্রে আদালত কার্যক্রমে।

সুরক্ষার একটি মূখ্য উপাদান দৃষ্ট হয় বিচার শুরু হবার পূর্বের, তদন্ত চলাকালীন এবং কেস তৈরির ধাপ এ।শিকারদের অবগত করা উচিত, উদহারণ স্বরুপ কি হচ্ছে তা তাদেরকে ব্যাখ্যা করা, এই প্রক্রিয়া, কত সময় লাগবে, কেন তাদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র তাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে প্রমান হিসাবে ব্যবহার করার জন্য, এবং কখন সেইসব জিনিস ফেরৎ দয়ো হবে, প্রাক- বিচারের পর্যায়ের সময়ে , শিকারকে প্রস্তুত করা যায় বিচার পর্যায়ের জন্য, যার মধ্যে রয়েছে স্বাক্ষী হেসাবে প্রমান দেয়া, পরামর্শ এবং অন্যান্য মানসিক সমর্থন বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে, এইসব সাহায্য চলতে থাকবে বিচার পর্যায়ে র্পযন্ত।

কিছু দেশের ক্ষেত্রে, আইনি প্রয়োজন রয়েছে সাহায্য প্রদান করা ঝুকিপ্রবণ শিকার -সাক্ষীদের বিচারপূর্বে ।এই ধরনের সাহায্য অন্তভূক্ত করে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যবহার শিকারকে বিচারের জন্য প্রস্তুত করতে, যেমন তার সাথে আদালতে সহচারী হওয়া, আদালতের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা এবং সাহায্য করা প্রশ্ন বুঝতে যা তাদেরকে জিজ্ঞিসে করা হতে পারে।

যেখানে যথাযথ এবং সামঞ্জসম্পূর্ণ আসামীদের অধিকারেরর সাথে, প্রাক- বিচার আটক তথাকথিত পাচারকারীদের, শিকারদের এবং তাদের পরিবারকে প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য সাহায্য করতে পারে । এই ধরনের প্রাক-বিচার আটক, শিকার এবং তাদের পরিবারকে বঞ্চিত নিরাপত্তা অনুভূতি দিবে এবং আরও শক্তিশালী করবে একটি ন্যায্য বিচার সংগঠিত হবার যা কথিত পাচারকারীদের প্রতিরোধ করে যাতে তারা অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে প্রমান তারা অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে গড়মিল না করে বা শিকার বা অন্য সাক্ষীদরে প্রভাবিত না করে। ২১

পরার্মশ: মানব পাচারের শিকার এবং স্বাক্ষীদের প্রাক-বিচার সমর্থন প্রদানঃ

ব্যক্তিস্ব পাচার সন্ধির সুরক্ষা বিধান মানব পাচারের শিকার এবং স্বাক্ষীদের প্রাক-বিচার সর্বনিম্ন মান প্রদান করে। রাষ্ট্রের একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার জায়গা রাখা উচিত এই ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য। দক্ষ এনজিও এবং সূশীল সামাজিক সংগঠন যারা অপরাধী বিচার ব্যবস্থা বোঝে এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারদের সহযোগীতার জন্য তারা এই ধরনের সহায়তা সেবা বিধানে সাহায্য করতে সক্ষম হতে পারে।

সিদ্ধান্ত সমূহ যে বহুজাতিক পাচারের শিকারদের তাদের মূল দেশে ফেরৎ পাঠানো হবে কিনা প্রাথমিক তদন্ত এবং বিচারের মাঝামাঝি সময়ে, অবশ্যই বিবেচনায় নিবে শিকারদের ভাল স্বার্থ, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে মূল দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থায় উপর, সরবারহের সম্ভাবনা শিকারদের সেই দেশে ফেরৎ নিয়ে আসা যেখানে বিচার সঞ্চালিত হওয়া বাকি রয়েছে, বা দূরবর্তী স্বাক্ষ্য প্রদানের সম্ভাবনা (ইন্টারনেট বা অন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা এমনভাবে ব্যবহার করা হবে যাতে স্বাক্ষীর গোপনীয়তা সুরক্ষিত হয়)। যেক্ষেত্রে এটা প্রয়োগিক বা যথাযথ নয় স্বাক্ষ্য প্রদান করা,স্বাক্ষীর বিকৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। ২২

২১ Anti-Human Trafficking Training Manual for Criminal Justice Practitioners, Module 11: Victims' needs in criminal justice proceedings in trafficking in persons cases, UNODC/UN.GIFT, 2009, p.8.

২২ Anti-Human Trafficking Training Manual for Criminal Justice Practitioners, Module 11: Victims' needs in criminal justice proceedings in trafficking in persons cases, UNODC/UN.GIFT, 2009, pp.7-8

বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সুরক্ষা

বেশীরভাগ পাচারের শিকারেদর ক্ষেত্রেই আদালতের সামনে হাজির হওয়া একটি কঠিন অভিজ্ঞতা। বিচার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক যা বার্ধিত করে ভয় ও শংস্কা, যেমন আদালতে সাক্ষ্যপ্রদান যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা উচিত ।

আদালতের প্রমান দেয়ার জন্য পাচারের শিকারদের সহয়তা দেয়ার জন্য, কিছু রাষ্ট্র প্রবর্তন করেছে অরক্ষিত স্বাক্ষী ব্যবস্থা এবং স্বাক্ষী সাহায্য সমূহ। এইসব ব্যবস্থা নেয়া এই উদ্দেশ্যে যা নিশ্চিত করে শিকারেরা এমন অবস্থান থাকবে যাতে তাদের সবচেয়ে ভাল স্বাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করতে পারে, হুমকির ভয়কে কমিয়ে আনে, সম্পূরক মানসিক আঘাত, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ভয় এবং/ বা অসমুচিতভাবে র্সাবজনীন বিব্রতবোধ হ্রাস করে । যদিও স্বচ্ছতা হচ্ছে যথাযথ প্রক্রিয়ার একটি মুখ্য উপাদান, এটাকে অবশ্যই সামঞ্জস্যর্পূণ করতে হবে অংশগ্রহনকারী দেয়া অধিকারের বিপরীতে ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া যাতে করে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পায় অসমুচিত দুর্দশা বা সার্বজনীন বিব্রতবোধ থেকে । রাষ্ট্রের মাথায় রাখা উচিৎ যে ফৌজদারি বচিার প্রক্রয়িায় অংশগ্রহণকারী সুরক্ষা ব্যাবস্থা হওয়া উচতি যুক্তিযসংগত, প্রয়োজনীয় এবং সমানুপতিক, বিশেষ করে যখন এটা প্রভাবিত করতে পারে আসামীদের অধিকারের উপর ও সুষ্ঠু ও প্রকাশ্য শুনানিতে।

পরার্মশ: ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে শিকারদের সহায়তাঃ

কোর্ট মামলা স্বাক্ষী হিসাবসহ অন্যান্য উপায় বা শিকারদের প্রাপ্তিসাধ্য, রাষ্ট্রের উচিত এই বিষয়শিকারদের ব্যপক তথ্য প্রদান করা। এমন ভাষায় যাতারা বুঝতে পারে। শিকারদের স্বাধীন আইনি পরামর্শ প্রবেশাধিকারের সঙ্গে তাদের আইনগত অধিকার ওদায়িত্ব বুঝতে রাষ্ট্রের কঠোরভাবে সহায়তা প্রদান করা উচিত।

ব্যবস্থা এবং স্বাক্ষ্য সাহায্য যা সুরক্ষা করে ঝুকিপূর্ন পাচারের শিকার ও স্বাক্ষীদের বচিাররে সময় যা অর্ন্তগত করতে পারে:

- শিকারকে অনুমোদন করা স্বাক্ষ্য প্রদান করতে ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন বা ভিডিও লিংক ব্যবহারের মাধ্যমে
- অপরাধী এবং জন সাধারনের সাথে শিকারের যোগাযোগ সংকুচিত করা , যার মধ্যে রয়েছে পর্দার ব্যবহার বা আদালত কক্ষ বন্ধ করে দেয়া
- একজন সাহায্যকারী ব্যক্তির উপস্থিতি অনুমোদন করা যখন শিকার সাক্ষ্য দেয়
- নীতি প্রবর্তন যা অনুমোদন করবে মূল বিচাররে সময় শিকাদের প্রমান আবারও মেনে নেয়া যাবে পরবর্তী যেকোন বিচারকার্যে , পুনরায় মানসিক আঘাতরে ভয়কে কমিয়ে আনার জন্য
- অনুমোদন করা শিকারদের যারা বিদেশে রয়েছে তারা প্রমান দিতে পারবে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে যদি প্রাসঙ্গিক
- অধিক্ষেত্রে আদালতে উপস্থিতি হবার জন্য ভ্রমন করলে ক্ষতি মানসিক আঘাত বা অসমুচিত দুর্দশার ঝুকি রয়েছ

পরার্মশ: শিশু শিকার এবং পাচারের জন্য স্বাক্ষীদের সুরক্ষায় ব্যবস্থা করাঃ রাষ্ট্র অরক্ষিত ব্যক্তিদের রক্ষার

জন্য ব্যবস্থা এবং প্রশংসাপত্র উপযোগী তৈরীর বিবেচনা করতে পারে যা শিশু শিকারদের জন্যও লাভজনক। অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য প্রধান প্রমান হিসাবে ও বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন শিশু শিকার এবং/ অথবা স্বাক্ষীদের সঙ্গে পুলিশ সাক্ষাতকার এর ভিডিও রেকর্ডিং জমা দেয়ার অনুমতি দিয়ে। যাইহোক, শিশু শিকারদের অংশগ্রহন করা উচিত নয়, বিশেষত যখন তারা চরম মানসিক আঘাত অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে।

কিছু রাষ্ট্রের বিচার সেবা নিয়োগ করে বিশেষ স্বাক্ষী সহায়তা বা শিকার সংযোগ কর্মকর্তা যাতে করে চাপ এবং মানসিক আঘাত কমে শিকারদের তথ্য এবং মুখোমুখি সাহায্য প্রদান করে, এবং আদালতের হাজিরায় তাদের সাথে উপস্থিত থাকে। সুশীল সমাজের সংস্থারা আরও প্রদান করতে পারে সম্পূরক যত্ন ও সাহায্যের অমূল্য উৎস যে সময়ে তারা বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় ।

রাষ্ট্র বিবেচনা করতে পারে শিকারদের অনুমোদন করতে যা তারা সেচ্ছায় প্রভাব বিবৃতি দিতে পারে যখন একটি রায়ে পৌছানো হয়েছে এবং আসামীদের সাজা দেয়া হয়েছে, আদালতকে তাদের তাদের ক্ষতির অভিজ্ঞতার একটি রুপরেখা দেবার জন্য। শিকারের প্রভাব বিবৃতি তাদের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় লাভজনক হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে অনুমোদন করা যাতে তারা বিচারককে ব্যাখ্যা করতে পারে কিভাবে এই অপরাধ তাদের শারীরিক ,মানসিক, অর্থনৈতিক এবং /বা সামাজিক ভাবে প্রভাবিত করছে। শিকারদের প্রভাব বিবৃতি আরও উপকারী হতে পারে:

- ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় শিকারদের বিচ্ছিন্নতা বোধ সম্পর্কে জনগনের উপলদ্ধি কমিয়ে আনা
- শাস্তি দেয়াকে আরও স্বচ্ছ করা এবং আরও প্রতিফলিত করে সম্প্রদায়ের অপরাধ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া
- পাচারকারীদের পুনর্বাসনকে প্রচার করা যা করা হয় তাদের অপরাধের প্রভাবকে মুখোমুখি করে।

রাষ্ট্র যারা বিবেচনা করে শিকারদের প্রভাব বিবৃত ব্যবহার করার জন্য তাদের নিশ্চিত করতে হবে কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা তাদের অবস্থান মত থাকবে যার মধ্যে রয়েছে যথাযথ রায়ের ব্যপারে; শিকারদেরে মত প্রকাশ করতে দ্রুত নিবারণ, যে তাদের বিবৃতেতি কোন আক্রমনাত্তক, ভয় প্রদর্শক, আতঙ্কপূর্ণ বা হয়রানি মূলক উপাদান যেন না থাকে । পাচারকারীদের অনুমতি দেয়া উচিৎ শিকারদের প্রভাব বিবৃত্তিতে অন্তভূক্ত ঘটনাকে পরীক্ষা করার।

পরার্মশ: নিশ্চিত সহায়তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা যেন অংশগ্রহণ প্রলোভন না হয়

সহায়তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যেন তা কোনভাবেই কোন ধরনের প্রলোভন না হয় যা প্রসিকিউশন এর ক্ষতিসাধন করতে পারে। স্বাক্ষীদের দেয়া হয় এমন যে কোন কিছু, বাসস্থান এবং ভিসাসহ, যেমন, রেকর্ড এবং যৌক্তিকীকরণ করা, এবং যেকোন সমর্থনের অপব্যবহার চিহ্নিতকরন এবং অবিলম্বে তার সুরাহা করা উচিত।

বিচার-পরবর্তী সুরক্ষা

সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থগিত করা উচিত নয়, বিচার প্রক্রিয়া শেষে হওয়ার সাথে সাথে বরং প্রতিটি শিকারের বাস্তবিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিৎ। বিচার শেষ হওয়া মাত্রই সাক্ষ্য সহায়তা কর্মী বা অন্যান্য যাথাযথ কমকর্তারা শিকারদরে তথ্য প্রদান করবে বিচারের ফলাফল সম্পর্কে এবং এর প্রভাব সম্পর্কে যার মধ্যে রয়েছে পাচারকারীকে প্রদত্ত রায়, এর সময়সীমা, এবং পাচারকারীর প্রস্তাবিত মুক্তির তারিখ, সাথে সাথে আপিলের কোন সম্ভাবনা সর্ম্পকে। শিকারের সুরক্ষা পরিকল্পনা পূনমূল্যায়ন করা উচিত সেইমতো, শিকারদের সাথে পরামর্শ এবং বিবেচনা করে তার উদ্ধেগকে।

বিচার পরবর্তীতে , পাচারের শিকার এবং তাদের পরিবার বা বন্ধুদের সাথে হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন বৃদ্ধি পেতে পারে । রাষ্ট্রের বিবেচনা করা উচিত সাক্ষী সুরক্ষার ক্রমাগত প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা যার মধ্যে রয়েছে শিকার স্থায়ীভাবে অধিক্ষেত্রে থাকার অনুমোদন যদি শিকারেরা বিপদে থাকে তাদের মূল দেশে ফিরে গেলে।২৩ পুনঃপাচার বা প্রতিশোধের বিপদ ছাড়াও,ঝুকি মূল্যায়ন যা মূল রাষ্ট্রের অপর্যাপ্ত সাহায্য ও সহযোগীতার মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে তা প্রাসঙ্গিক হয় নির্ধারন করার জন্য যে শিকারকে ফেরৎ পাঠানো হবে বা অধিবাসী অনুমতি মঞ্জুর করা হবে সেই দেশের যেখানে বিচার কার্যকর হয়েছে বা অন্য জায়গায়।২৪

২৩ দেখুন অধ্যায় ৩.৩ নিম্নে টেকসই সুরক্ষা সমাধানের উপর

২৪ দেখুন অধ্যায় ৩.৩ নিম্নে টেকসই সুরক্ষা সমাধানের উপর

২.৩. টেকসই সুরক্ষা সমাধান

টেকসই সুরক্ষা সমাধান শুরু হয় যোগাযোগের প্রথম মুহূর্তে যখন সনাক্তকৃত পাচারকৃত ব্যক্তির প্রয়োজন মূল্যায়ন করা হয় , আশু প্রয়োজনকে সমাধান করার মাধ্যমে যেমন অস্থায়ী আশ্রয়, চিকিৎসা সেবা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, এই ধরনের পদ্ধতি নেয়া হতে পারে মূল দেশে, পরিবহনে বা গন্তব্যে। যদি সুরক্ষা পরিকল্পনা'' জড়িত থাকে শিকারদের তাদের পাচাকারীদের নিয়ন্ত্রন থেকে সরানো এবং নিরাপদ করা যেমন জরুরী ঝুঁকি, টেকসই সুরক্ষা পরিকল্পনা' হচ্ছে ব্যাপক যা আশু প্রয়োজন সমাধান করার পরও পাচারের শিকারদের সহায়তা করে তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে এবং তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করে সমাজের মধ্যে একীভূত বা আত্মীকরন হতে।

টেকসই সুরক্ষা পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত করতে পারে সমাধান সমূহ যা নিশ্চিতে করবে শিকারদের দীর্ঘ মেয়াদী সুযোগ যাতে তারা অতিক্রম করতে পারবে সেইসব পরিস্থিতি থেকে যা প্রথমত তাদেরকে অরক্ষিত করেছে পাচারের জন্য। উদাহরনস্বরুপ, সেবা সমূহ যেমন শক্ষার সুযোগ, প্রশিক্ষণ, জীবিকা এবং চাকুরী সুযোগ, সমাধান করে ঝুঁকির্পূণতা এবং শিকারদের সামাজকি এবং র্অথনৈতিক আত্মীকরণ । কিছু সমাধানসমূহ যা প্রথম যোগাযোগের মুহূর্তে যা সনাক্তকৃত হয়েছে তা বজায় রাখতে হবে বা ক্রমাগত সুরাহা করতে হবে, যেমন নিরবিচ্ছিন্ন বাসস্থান, চিকিৎসা এবং মানসিক মনোযোগ এবং পরামর্শ, এবং শিকারদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

যেকোন শিকার এবং সুরক্ষা পরিকল্পনার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিশ্চিত করা যে, সাহায্যপ্রাপ্ত পাচারের শিকারেরা মানিয়ে উঠতে পারে তাদের অভিজ্ঞতার সাথে, যাতে তারা অর্জন করতে পারে সয়ংসর্ম্পূণতা, এবং যাতে তারা পরির্পূণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে। এই উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যথ হলে ঝুঁকির বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এর ফলে পুনরায়– নিপীড়নের চক্র সৃষ্টি হতে পারে।

টেকসই সুরক্ষা সমাধান আরও জটিল হয় যখান পাচার ঘটে সীমানা জুড়ে এবং শিকার সহায়তা এবং সুরক্ষা সমান্বিত করতে হয় দুটি বা অধিক রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এবং সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে এবং ভেতরে। প্রতিফলন পর্যায়ের পরবর্তীতে বা আদালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হবার পর, একীভূত করার উপায় সমূহ, স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়া বা আত্মীকরণের অন্বেষণ করা উচিত।২৫ শিকারেরা ফেরত যোতে পারে তাদের মূল সম্প্রদায়ে, যদি না তাদের আবাস মঞ্জুর করা হয় বা অন্য ভিসা অবস্থান করার জন্য, বা তৃতীয় দেশে সরিয়ে নেয়া হয়। যেখানে শিকারেরা ফিরে যায় তাদের মূল জায়গাতে ,যাকনা দেশীয় বা অন্য রাষ্ট্রে, কর্তৃপক্ষের উচিত প্রচেষ্টা করা নিশ্চিত করার জন্য যে তারা পৌছানোর সাথে সাথে প্রতিশোধ বা পুণঃপাচার থেকে সুরক্ষা পায় এবং আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার সময় নিরাপদ থাকে।

যেকোন প্রত্যাবর্তন মূলদেশে যতদূর সম্ভব হওয়া উচিত, স্বেচ্ছায় এবং সম্পন করা উচিত প্রত্যাবর্তনকারীর অধকিার, নিরাপত্তা এবং সম্মানকে সম্পর্কিত করে, এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা, আত্মীকরনের অর্জনের উদ্দেশ্য এবং পুনঃপাচার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান অন্তর্ভূক্ত থাকবে।২৬ যেক্ষেত্রে এটা বাঞ্চনীয় যে শিকারের তৃতীয় একটি দেশে প্রতিষ্ঠা করা সেই দেশেরত্ত উচিৎ সহায়তা করা নিরাপত্তা ও স্থানান্তর এবং একীভূত করতে সহজীকরণ।২৭ যেক্ষেত্রে চলমান নিরাপত্তা, উদ্বগে, মানবিক বিবেচনা বা অন্যান্য ঝুঁকি যা শিকারদের প্রত্যাবর্তন করতে বাধা দেয়, গন্তব্য দেশে অস্থায়ী বা স্থায়ী আবাসের বিবেচনা করা উচিৎ।২৮

টেকসই সুরক্ষা সমাধানসমূহের প্রয়োজন বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী এবং ষ্টোকহোল্ডারদের সমন্বয়। নির্দেশনা এবং মতামত গুরত্বপূর্ণ, নিশ্চিত করতে যে সেবাসমূহ যথাযথ হয় এবং সময়মত দেয়া হয়

২৫ Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), United Nations High Commissioner for Human Rights, Guideline 5(8).

২৬ Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), United Nations High Commissioner for Human Rights, Guideline 6(8). Also see Article 8(3)-(4), Article 9(1)(b) of the Trafficking in Persons Protocol concerning safe return.

২৭ Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), United Nations High Commissioner for Human Rights, Guideline 6(8). Also see Article 8(3)-(4), Article 9(1)(b) of the Trafficking in Persons Protocol concerning safe return.

২৮ দেখুন Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking,

সমন্বতি পর্যায়, প্রাপ্তসিধ্য হয় মূল এবং গন্তব্য রাষ্ট্রের ভেতরে এবং অন্তবর্তীতে। শিকারদের সহায়তা এবং অবদান এটার জন্য প্রয়োজনীয়। শিকারদের শুধুমাত্র বোঝা উচিত নয় তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সুরক্ষা পরিকল্পনা নির্বাহ করতে, বরং তাদের আরও বোঝা উচতি তাদরে অবদান নির্ধারন করতে যে কি ধরনের সহায়তা এবং সাহায্য, গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাফল্য নিশ্চিত করতে। সম্মান প্রদান করা উচিত ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং আকাঙ্খাসমূহকে সুরক্ষা পন্থা উন্নতি করতে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে যাদের সেরা স্বার্থে অবশ্যই সুরক্ষা পরিকল্পনার সম্মুখভাগে থাকতে হবে। পরিশেষে, সহায়তা এবং সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলি পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন যা পর্যালোচনা, এবং পাচারের শিকারদের পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে মানিয়ে নেয়া উচিত।

ছক ১: টেকসই সুরক্ষা সমাধানের মূখ উপাদানসমূহ

মৌলিক প্রয়োজন	• চলমান নিরাপদ বাসস্থান বিশেষত যখন আত্মীকরণ যখন ও সমীচীন নয় • নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা
চিকিৎসা এবং মনোসামাজিক যত্ন	• মানসিক পরার্মশ • সামাজিক পরামর্শ যার মধ্যে রয়েছে পরিবার পরিদর্শন • চিকিৎসা এবং দাঁতের যত্ন • পরিবার এবং সম্প্রদায়ে আত্মীকরণে মধ্যর্বতীতা
অর্থনৈতিক আত্মীকরণ	• শিক্ষা, বিশেষত শিশুদের • সামাজিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে ভাষা প্রশিক্ষণ • বৃত্তগিত বা দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শ্রম বাজার বা শিল্প চাহিদার উপর ভিত্তি করে • চাকুরীর স্থান নির্ণয়ে সহায়তা • জীবিকার অনুদান এবং পরামর্শ প্রদান • অর্থনৈতিক অনুদান/ সুচনা মূলধনের বিধিবিদান
আইনি সাহায্য এবং সহায়তা	• আইনি পরামর্শ • ফৌজদারি অভিযোগ দায় এবং অন্যান্য আইনি প্রতিকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং/বা প্রসিকিউটোরিয়াল কর্তৃপক্ষের কাছে • ক্ষতিপূরন পূনুদ্ধারে সহায়তা • অস্থায়ী আবাসের অনমুতিপত্র লাভে আবেদন বা স্থায়ী বাসিন্দা হতে যেখোনে সম্ভব সহায়তা • পাচারের শিকার হবার ফলে কৃত অপরাধ হতে শিকারদের মুক্ত হতে প্রতিনিধিত্ব।২৯

ক্ষতিপূরণ

টেকসই সুরক্ষা সমাধান সহজতর করার জন্য মুখ্য উপায় হচ্ছে, ক্ষতিপূরনের বিধানের মধ্য দিয়ে, অর্থনৈতিক সহায়তায়, আঘাতের হানি বা ক্ষতির স্বীকৃতিস্বরুপ ক্ষতিপূরণ, ক্ষতি যা পাচারের শিকারের অভিজ্ঞতা করেছে, যদিও ক্ষতিপূরণ শিকারদের ক্ষতিপূরণ শিকারদের পাচারের অভিযোগে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন, এটা তার পূরক্রদ্ধারের সম্ভাবনাকে উন্নত করবে এবং অর্থনৈতিকভাবে তাকে রক্ষা করবে পুনঃপাচারের দুর্বলতা থেকে। ক্ষতিপূরণ হতে পারে অপরিশোধিত বেতন, আইনি ফি, চিকিৎসার খরচ, হারানো সুযোগ এবং কষ্ট এবং ভোগান্তির জন্য ক্ষতিপূরণ।৩০

২৯ For more on non-criminalization, see Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons, The Bali Process, 2014, p.7.
৩০ আরও দেখুন the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/40/34, 29 November1985, (Articles 12 and 13).

পাচারের শিকারদের জণ্য ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা পাচারকারীর সম্পদ থেকে উৎস হতে পারে, বা সরকারি-তহবলিরে উদ্যোগের পরিকল্পনা বিচার প্রক্রিয়া বা প্রশাসনিক কাজের মাধ্যমে শাসিত হতে পারে। অনেক বিচার ব্যবস্থায়, আদালতের সিদ্ধান্তে ক্ষতির জন্য একটি নাগরিক দাবী ফৌজদারি মামলা দায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং র্আথকি পুরস্কার অন্তর্ভূক্ত করা হয়, বা ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ অর্থপ্রদান শাস্তরি একটি অংশ হিসাবে তৈরী করা হয়। তবে, অন্যদের, এছাড়াও দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে ক্ষতি আদায় করতে পারবে, ফৌজদারি মামলার রুজু স্বাধীনতা। অবৈতনিক মজুরি ও অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক সুবিধার জন্য শ্রম আদালতের মাধ্যমে দাবি, বিশেষ করে শোষনের জন্য পাচারের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণের অন্য একটি সম্ভাবনা।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু দেশে পাচার অভিজ্ঞতা থেকে পুনরুদ্ধার হিসাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতা করার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে। পাচারের শিকার এর জন্য ট্রাষ্ট ফান্ড আর্থিক সহযোগে তৈরী করা হয়েছে আর্থিক জরিমানা এবং জরিমানা থেকে নিয়ে অপরাধী দোষী সাব্যস্তরে ফলে। অন্যরা পাচারের শিকারদের বিদ্যমান সাধারন সহায়তা তহবিলে প্রবেশের এর অনুমতি দিয়েছে উদহারনস্বরূপ অপরাধরে বা সহিংসতা জন্য প্রতিষ্ঠিত যেগুলো।

বেসরকারী খাতের র্কমর্কতারা, যাদের শিল্প বা বিপনী পাচারের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, তাদেরও শোষণ থেকে কর্মীদের রক্ষা ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার মধ্যে ভূমিকা আছে। এটা অন্তর্ভূক্ত করেছে রাষ্ট্রীয় তহবিলের উদ্দীপক সম্ভাবনা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও ব্যক্তির অবদান থেকে।

যখন বেশিরভাগ বিচার ব্যবস্থা পাচারের শিকারদের নাগরিক আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ অন্বেষণ করার অনুমতি দেয় (সমাজকল্যাণ ও শ্রম শাসনরে মাধ্যমে), অনিয়মিত অভিবাসী তাদের অবস্থা এবং/ অথবা নথরি অভাবে এই ধরনের ক্ষতিপূরনের সুবিধায় প্রবেশ করতে বাধার সম্মুখীন হতে পারে। সেই অনুযায়ী, ক্ষতি ভোগের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষতিপূরণের দেওয়ানি আদালতে প্রবেশাধিকার সহজতর করা উচিত, যার অন্তর্ভূক্ত অনিয়মিত পরিস্থিতিতে পাচারের শিকাররাও ।

নীচের চিত্রটি শিকার ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য উৎসগুলোকে দখোয়।

চিত্র ১: শিকারদের ক্ষতি পূরনের সম্ভাব্য উৎস

পরার্মশ; টেকসই সুরক্ষা সমাধানের অংশ হিসাবে কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ

রাষ্ট্রের উচিত ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে, পাচার শিকারদের ক্ষতিপূরনের উৎস উপলব্ধ করার কথা বিবেচনা করা। অনাগরিক পাচার শিকারদের যেন ক্ষতিপূরণে প্রবেশাধিকার থাকে বিবেচনায় তা নিশ্চিত করা উচিত।

অধ্যায়-৩:
সমন্বয় এবং বহু-স্টেকহোল্ডারদের পদ্ধতি

৩.১ স্টেকহোল্ডারদের সুরক্ষা

সমন্বয় ব্যপক সুরক্ষার একটি মূল উপাদান। পাচারের পৃথক শিকারদের জটিল সুরক্ষা চাহিদা দেওয়ার জন্য, সবচেয়ে উপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বিশষজ্ঞদেরে এবং হস্তক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত করা হবে। পাচারের শিকারদের রক্ষার বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের সাথে অবস্থান করে, অন্য অভিনেতারাও সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালনের সমর্থনে একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।৩১ সুশীল সমাজের সংগঠকরা পাচার ও ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ভাল আস্থা গড়ে তুলতে, এবং তাদের কার্যকর সুরক্ষা সেবা প্রদান করার প্রয়োজনে বিশেষ দক্ষতা রাখে।

ব্যক্তির মাধ্যমে প্রোটোকল পাচারের স্বীকার করে সহায়তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থায় বহু-স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয় এর প্রয়োজনীয়তা, যা রাষ্ট্রের প্রয়োজন দ্বারা বাস্তবায়ন ব্যবস্থা প্রদানে বিবেচনা করা হয় পাচারের শিকারদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পুনরুদ্ধাররে জন্য বেসরকারী সংস্থা,অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থার এবং সুশীল সমাজের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সহযোগীতায়”।৩২ শিকারদের সুরক্ষায় যে কোন রাষ্ট্র বেশকিছু সরকারি ও বেসরকারী স্টেক হোল্ডাররা হয়ত জড়িত যার অন্তভূর্ক্ত পুলিশ, অভিবাসন এবং সামাজিক পরিসেবা কর্তৃপক্ষ , পাশাপাশি শ্রম ও শিল্প সক্রান্ত সংগঠকরা, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং এন জি ও রা বিশেষজ্ঞ অপরাধ, অভিবাসী, নারী এবং/বা শিশু সেবা, সেইসাথে আইনি সাহায্য সেবা প্রদানে।৩৩

স্টেকহোল্ডারের সরাসরি সহায়তা ও সুরক্ষা

রাষ্ট্রীয় র্কমজীবীরা সামাজিক পরিসেবা প্রোগ্রাম, শিশু যত সেবা, ফৌজদারী কার্যবিধি তহবিল, শিকার তহবিল, সহিংসতা অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত নারীর জন্য তহাবিল বা অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে শিকারদের সুরক্ষা এবং সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে দায়িত্ব প্রাপ্ত। নম্নি লখিতি রাষ্ট্রীয় র্কমজীবীদরে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছেঃ

- শিকারদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও ফৌজদারী বিচার কর্তৃপক্ষ অতীব গুরুত্বপূর্ন
- অভিবাসন এবং কনস্যুলার কর্তৃপক্ষ রাজ্য পাচারের শিকারদের অস্থায়ী বা স্থায়ী থাকার সুবিধার প্রদানে জড়িত থাকতে পারে
- রাজ্য স্বাস্থ্য পরিসেবা সংস্থা প্রদান করতে পারে পরামর্শদান, তথ্য, চিকিৎসা, মানসিক এবং বস্তুগত সহায়তা
- এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সামাজিক পরিসেবা সংস্থার বৃত্তিমূলক ও শিক্ষাগত প্রশিক্ষন, এবং কর্মস্থান এ প্রবেশের বাধা অপসারন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষন সুযোগ সমূহ প্রদানে ভূমিকা আছে। ৩৪

৩১ দেখুন Trafficking in Persons Protocol, Article 6(3).
৩২ দেখুন Trafficking in Persons Protocol, Article 6(3).
৩৩ আরও তথ্যের জন্য, দেখুন Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 3.1.
৩৪ দেখুন Article 6 of the Trafficking in Persons Protocol.

যদিও রাষ্ট্র সংগঠকরা শিকার সুরক্ষা প্রদানের জন্য দায়ী হলেও, বহুদেশে অ-রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদরে মধ্যে, ***সুশীল সমাজের সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বেসরকারী পরিসেবা প্রদানকারীরা*** সহ উল্লেখযোগ্য আর্থিক এবং অন্যান্য চাপের মধ্যে দিয়ে, সুরক্ষা কাজ চালায়।

- বেসরকারী এবং আন্তজার্তিক সংস্থা শিকারদরে বিশেষ রাজ্য সেবা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যামে রাষ্ট্রীয় সহায়তা করতে পারে।

- তারা এ ছাড়াও বস্তুগত সহায়তা প্রদান করতে পারে বাসস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্যে (যৌন স্বাস্থ্যসেবা সহ) এবং চিকিৎসা সেবা আকারের পাশাপাশি মানসিক পরামর্শ দান, আইনগত ও অভিবাসন উপদেশ হিসাবে। তাদের সুরক্ষা দায়িত্ব অনুসারে , রাষ্ট্রের উচিত শিকারদের সুরক্ষায় সুশীল সামাজিক সংগঠকদের যথেষ্ট সমর্থন এবং তহবিল প্রদান করা।৩৫

- আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ যেমন জাতিসংঘ (ইউএন) সংস্থাসমূহ এবং অভিবাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ (আই ও এম) আর্থিক ও বস্তুগত সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হতে পারে ।৩৬

স্টেক হোল্ডারদের ফেরত আসা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বংশদ্ভুত তাদের দেশে ক্ষতিগ্রস্তদের ফেরত এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা জড়িত স্টেক হোল্ডোরদেয় অন্তভূর্ক্ত হতে পারে অভিবাসন ও পররাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, কন্সুলার আফেয়ার্স, সামাজিক সেবা বিভাগ, সেইসাথে উৎপত্তি এবং গন্তব্য দেশের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ। ফেরার ও প্রাপ্তির উভয় রাষ্ট্রের, এই সংগঠকদের মানব পাচার শিকারদের ফেরত পাঠানোর প্রয়োজনে নথি জারি করার প্রয়োজন হতে পারে।৩৭ ফেরার ও প্রাপ্তির উভয় রাষ্ট্রের সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র বা অস্থায়ী বাসস্থান প্রদানকারীদের প্রক্রিয়া চলাকালে নিযুক্ত করতে হবে। এ ছাড়াও উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সংগঠকদরে একটি পরিকল্পনা বিকাশ ও বাস্তবায়ন করতে আগ্রিম সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন ফিরে আসা ব্যক্তির সামাজিক অন্যর্ভূক্তির জন্য। উদাহরণ স্বরুপ, শ্রম , কর্মসংস্থান এবং শিল্প মন্ত্রনালয় পাচারের শিকারদের সমাজের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে টেকসই জীবিকা অর্জনের সুযোগ প্রদানে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

ফেরত আসার এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিষয়গুলোর জড়িত এনজিওর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে শিকার, অভিবাসী, নারী ও শিশুদের সমর্থন দল সমূহ । আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যেমন আই ও এম এবং জাতিসংঙ্গ সংস্থা ফেরত আসার পদ্ধতির সমর্থনে বা পর্যবেক্ষনে একটি গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে পারে , এবং টেকসই সুরক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তির পরিকল্পনা উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সুবিধা করতে পারে।৩৮ এই ধরনের বেসরকারি ও আন্তঃসরকার সংগঠকরা উভয় প্রস্তাব প্রাক-প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তন পরবর্তী সহায়তার, ফেরত ও প্রাপ্তির রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমন্বয় সুবিধা সক্রিয়া করতে পারে।

৩৫ দেখুন The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking, IOM, 2007, Chapter 4, and National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, OSCE, 2004, p.73-76.

৩৬ Through its Global Assistance Fund (GAF) and other support mechanisms at country and regional levels, IOM provides direct assistance to approximately 6,000 – 7,000 victims of trafficking per year.

৩৭ Embassies and Consulates issuing replacement papers to enable their travel must not identify the person as a victim or trafficking in those documents, and returning authorities should not forward any personal data to countries of origin without explicit permission of the person concerned.

৩৮ দেখুন The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking, IOM, 2007, Chapter 3, and National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, OSCE, 2004, pp.80-83.

৩.২. রাজনৈতিক পর্যায়ে সমন্বয়

রাজনৈতিক পর্যায়ে সমন্বয়ের প্রয়োজন বোধ করা হয়, যাতে সুরক্ষা কার্যকর বহু-জাতিক স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ের জন্য ভিত্তি স্থাপন করা যায়। আন্তজার্তিক আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনকে রাজনৈতিক অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া সমন্বয় চুক্তি ধার্য করা হয়েছে।

পরার্মশ: পাচারের শিকার রক্ষা করার জন্য জাতীয় সন্বনয় প্রক্রিয়া বৈধকরণ;

জাতীয় সমন্বয় প্রক্রিয়ার সেখানে কার্যকর হবার সম্ভাবনা আছে যেখানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেছে, উদাহরন স্বরুপ প্রতিটি শেয়ার হোল্ডারদের নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব রূপরেখা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরএর মাধ্যমে।

আন্তজার্তিক পর্যায়ে রাষ্ট্রগুলো ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার প্রটোকল দলগুলো হয়ে, শক্তিশালী সমন্বিত বাধ্যবাধকতায় নিজেদের প্রতিশ্রতিবদ্ধ করেছে। এইগুলোর বাইরেও শক্তিশালী আঞ্চলিক অঙ্গীকারের প্রতিশ্রতিবদ্ধ হয়েছে। উদাহারনস্বরুপ, দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর (আসিয়ান) সমিতির সদস্য ব্যক্তিত্ব ***বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচারের বোধ করার জন্য একটি*** ঘোষণাপত্ররে মধ্যে প্রবেশ করেছে। ঘোষণা পাচার রোধ করার জন্য একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজনীতায় উপর জোর দেয়, পাচারের শিকারদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহন সহ।৩৯
পাচারের বিরুদ্ধে (কমিট) সমন্বতি মেকং মন্ত্রনালয়ের প্রর্বতন স্থাপিত হয়েছিল ২০০৪ সালে সমোঝোতা এমওইউ স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে যা বৃহত্তর মেকং উপ-অঞ্চলের সাক্ষরকারী সরকারগুলোর ক্ষতিগ্রস্তদরে পাচারের বিরুদ্ধে, সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ সমন্বিত এবং শক্তিশালী করতে অঙ্গীকার করে ।৪০ কমিটি প্রক্রিয়ায় অধীন, স্বাক্ষরকারী সরকার আন্তজার্তিক মান অনুযায়ী মানব পাচারের বিরুদ্ধে সহযোগীতা করার জন্য নিজেদের প্রতিশ্রতীবদ্ধ করে। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রীদের থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স (পুলিশ, বিচার সমাজ সেবা ও নারী বিষয়সহ) তাদের দেশের পাচার-বিরোধী নীতি ও প্রোগ্রামের উপর সিদ্ধান্ত নেয়া যা কর্মপরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার ফলে র্কমরে বার্ষিক কমিট এ প্রতিফলিত হয় যেগুলো, জাতীয়ভাবে, দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিকভাবে বাস্তবায়িত হয় জাতিসংঘ সংস্থা, আই ও এম, সুশীল সমাজ সংগঠক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারসমূহ সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ও বেসরকারী স্টেকহোল্ডের মধ্যে অংশীদারিত্বর মাধ্যম।৪১

সুরক্ষা প্রচেষ্টা আঞ্চলিক সমন্বয় জোরদার করতে রাজনৈতিক অঙ্গীকাররে আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় দক্ষিন এশিয়ান আঞ্চলিক সহযোগীতা (সার্ক) বৈঠকে পতিতাবৃত্তির জন্য নারী ও শিশু পাচারের রোধ ও বিরোধিতার উপর। ৪২ এই বৈঠকের আওতায়, রাষ্ট্রীয় দলগুলো পাচারের শিকারদের জন্য প্রতিরক্ষামূলক ঘরবাড়ি প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, এবং বেসরকারি সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান ও তাদের ভূমিকা স্বীকার করেছে।

জাতীয় পর্যায়ে, রাজনৈতিক সমন্বয় তাদের সুরক্ষা কার্যক্রম সমন্বয় কারতে সরকার ও বেসরকারি অভিনেতা দ্বারা প্রবেশ ব্যবস্থায় মাধ্যাম সহ ঘটে। রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে পন্থার পার্থক্য হয়, কিন্তু সাধারণত একটি জাতীয় সমন্বয়কারীকে যুক্ত করা হয় যে কিনা একজন উষ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা বা সংস্থা, এবং একটি কমটি বা গোলটবেলি সরকারী সংস্থা এবং জাতীয় নীতি ও পদ্ধতিগত সুপারিশ বিকাশে একসঙ্গে কাজ করে যারা সুশীল সমাজের দলের সিনিয়র প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

৩৯ দেখুন: http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children-3

৪০ Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam.

৪১ দেখুন http://www.no-trafficking.org/commit.html

৪২ South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, 2002. Signatories include governments of Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.১৯

৩.৩. কর্মক্ষম পর্যায়ে সমন্বয়

প্রদত্ত যে, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডররা পাচাররে শিকাররা যেন সুরক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করার সাথে জড়িত হতে পারে, এটা অতীত গুরুত্তপূর্ন যে, সমন্বয় প্রক্রিয়া এমনভাবে স্থাপিত করতে হবে তা যেন বিভিন্ন সেবার যথাযথ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে অনুমোদন দেয় । কর্মক্ষম পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় উন্নীত করা এবং মানব পাচারের শিকারদরে জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা পরিসেবা প্রবেশাধিকার প্রদানে, রাষ্ট্রগুলো শিকার সুরক্ষা নির্দিষ্ট পর্যায়ে সময়ের সাথে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।৪৩ শুরুতে, এটা প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডোরদের, তাদের ভুমিকা এবং তাদের দ্বারা প্রদান করা সুরক্ষা সেবা বিশেষভাবে বর্ণনা করা দরকারী।

সমন্বয় প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে একটি সমবায় কাঠামো যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংঘটকরা পাচার ব্যক্তির মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নত করে তাদের অঙ্গীকার সমূহ পূর্ন করে , সুশীল সমাজের সাথে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তাদের চেষ্টার সমন্বয় সাধন করে।৪৪ রাজনৈতিক পর্যায়ে অঙ্গীকার সুরক্ষা জোরদার করার জন্য একটি কাঠামো প্রস্তাব যদিত, একটি সাধারণ উপায়ে ঐ অঙ্গীকার সমূহকে প্রক্রিকায় ব্যবহার করা হয় পাচারের শিকারদের সহায়তা ও সুরক্ষায় প্রবেশ অধিকার দিতে সরকারি ও বেসরকারি ও অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়কে আনুষ্ঠানিকতার রূপ দিয়ে। এইভাবে যথামত সেবা প্রদানকারীদরে একসঙ্গে আনয়ন দ্বারা, সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন, নীতি পদ্ধতি বাস্তবায়ন উন্নত হয় ।

পরার্মশ: সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ সংক্রান্ত

আন্তঃ-সংস্থা সাহায্য নিশ্চিত করতে পরিচালনাগত স্তর সমন্বয় প্রতিরোধ ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই কোনোজাতীয় বা স্থানীয় কৌশল সাফল্যের জন্য একটি পূর্বশর্ত।উত্তম অনুশীলন উদাহরন মানসম্মত পরিচালনা পদ্ধতি, নিয়মিত বৈঠক হিসাবে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়ার উপর একমত এবং বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের দ্বারা ব্যাবহাররে অন্তর্ভূক্ত।

সমন্বয় প্রক্রিয়া এছাড়াও বহু-স্টেকহোল্ডারদের সুরক্ষার র্সবোত্তম বিনিময়ের জন্য অনুমতি দয়ে। তারা এক এখতিয়ার থেকে সংঘটক সক্রিয় দ্বারা কার্যকরভাবে পাচার-বিরোধী বিচার ব্যবস্থার সংঘটকদরে সাথে যুক্ত করে, তারা সুরক্ষায় উপর দ্বিপাক্ষিক , আঞ্চলিক এবং আন্তজার্তিক সহযোগিতা সমর্থন কারতে পারে। মূলত এই ধরনের প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তদন্ত ও বিচার সমর্থন যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়না , বরং প্রাথমিক ভাবে পাচারের শিকার রক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।৪৫

কার্যকর সমন্বয় প্রক্রিয়া শোষনের সব ধরনের সুযোগকে নিয়ন্ত্রনে আনার ব্যপ্তির দিক থেকে যথেষ্টই বিস্তৃত (যৌন ও শ্রম শোষণ এবং অন্যান্য উপায় অন্তভুক্ত যেমন অঙ্গ-অপসারন), শিকারদের বিভক্তিকরনে (অন্তভূক্ত পুরুষ ও ছেলেদের পাশাপাশি নারী ও মেয়ে শিশু সহ), এবং পাচারের ধরনে (অভ্যন্তরীণ হিসাবে বহুজাতিক বহুজাতিক পাচার অন্তরভুক্ত)। কার্যকর ও দক্ষ সমন্বয় প্রক্রিয়া একটি সুস্পষ্ট বর্ননার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংস্থার নিজ নিজ ভূমিকার সাথে জড়িত , নেতৃত্ব এবং জবাবদিহিতা সহ।

মানব পাচারের উপর আন্ত-বিভাগীয় কমিটির একটি দরকারী সমন্বয় প্রক্রিয়া হতে পারে, ফৌজদারি বিচার , কর্মসংস্থান, অভিবাসন, শ্রম ও শিল্প, সমাজ সেবা, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী খাতের প্রতিনিধিদের একসাথে আনায়ন করা জাতীয় কৌশল এবং সরকারি সব বিভাগের উঠতি বিষয়ে সমূহ জুড়ে বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করার জন্য। জাতীয় গোলটেবিল বৈঠক আনুষ্ঠানিক পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে পরিবেশন করা আহুত হতে পারে সরকার এবং সুশীল সমাজ, ইউনিয়ন, এবং শিল্প স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে। এছাড়াও কার্মিক শ্রেণীরা নির্দিষ্ট পাচারের সমস্যা মোকাবেলায়ে গঠিত হতে পারে, বা ব্যাক্তির ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবেলার ।

---

৪৩ On operationalizing international State-to-State cooperation on trafficking in persons, see ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases, ASEAN Secretariat, August 2010.

৪৪ National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, OSCE/ODIHR, 2004, p.15.

৪৫ See Human Trafficking: Joint UN Commentary on the EU Direction - A Human Rights-based Approach, OHCHR/UNHCR UNICEF/ UNODC/UN Women and ILO, 2011, p.50 and Current NRM Developments in the OSCE Region, ODIHR, 2008.

পাচারের শিকারদের সুরক্ষা সমন্বয় জোরদার করতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার এর প্রয়োগ সংক্রান্ত

কার্যকর রাজনৈতিক অঙ্গীকার (এম ও ইউ সহ) বেশ কিছু মূল উপাদান উল্লেখ করে, যা অর্ন্তভুক্তঃ

- প্রতিশ্রতি থেকে অংশীদার, তাদের আদেশ এবং সে এলাকার তারা কাজ করবে
- মৌলিক নীতি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে
- প্রতিশ্রতি থেকে লাভবান হয় যে লক্ষদল
- নিরাপদ এবং গোপনীয় যোগাযোগ ও তথ্য বনিময় ব্যবস্থা
- সহযোগিতায় জন্য পদ্বতি
- অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা

বাস্তবে, রাজনৈতিক অঙ্গীকার কার্যকর হয় যেখানে তাদের অংশীদারেরা পাচারের শিকার রক্ষায় নিম্ন লিখিত কর্ম গ্রহন করে :

- রাজনৈতিক অঙ্গীকার যথেষ্ট আর্থিক অঙ্গীকার দ্বারা সমর্থিত
- পাচারের শিকার হতে পারে বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিগন এর সাথে এমন ভাবে আচরন করা হয় যেন প্রাথমিক সহায়তা ও সুরক্ষায় উদ্দেশ্যে আপরাধ শিকার হয়েছে, নির্বিশেষে তাদের অভিবাসন অবস্থা অথবা পাচারের ফলে তাদের অপরাধ মূলক কাজ বা তার সাথে সম্পৃত্ততা
- সুরক্ষা ও সমার্থনের জন্য সুযোগসমূহ, পাচারের সম্ভাব্য শিকারদের মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে অবস্থিত করা হয়, এমন ভাষায় যা তারা বুঝতে পারে
- পাচারের সম্ভাব্য শিকার প্রতিফলন একটি সময়ের সমর্থন করে
- নিরাপদ বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা পাচারের সম্ভব্য ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য করা হয়, নির্বিশেষে তাদের অভিবাসন অবস্থা বা সম্মতি একটি ফৌজদারি বিচার তদন্তে অংশগ্রহনের
- প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রে ও এন জি ও সুরক্ষা অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করে সেই ব্যক্তিকে নিদ্ধান্ত নিয়েছে অথবা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মূল দেশে ফিরে যাবার
- রাষ্ট্র এবং এনজিও অংশীদাররা সম্ভাব্য শিকার পাচারকারীদের থেকে বিপদের সম্মুখীন কিনা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে
- ভবিষ্যৎ আইন প্রক্রিয়া বুঝতে, পাচাররে সম্ভাব্য শিকারদের মৌখিক ও লিখিতভাবে অবহিত করা হয়, এমন ভাষার যা তারা বুঝতে পারে
- পাচারের সম্ভাব্য শিকার পরিসেবা প্রদান কারীর দ্বারা সংসর্গী হয় আইন প্রক্রিয়ার আগে, সময়ে এবং পরে
- পাচারের শিকার সমর্থন গ্রহন করে ক্ষতিপূরণ, আর্থিক সহায়তা, বা আঘাতের স্বীকৃতি স্বরুপ ক্ষতিপূরণ, ক্ষয়, অথবা ক্ষতিপূরন অভিজ্ঞতা খোরাকের জন্য
- পাচারের শিকার রক্ষার প্রয়োযগীতায় যে কোন ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া শেষে বিবেচিত হয় তাদের টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃ প্রতিষ্ঠা সমর্থনে এবং প্রতিশাধের ও পুনরায় পাচারের ঝুকি কমাতে।

অধ্যায়-৪:

পাচারের শিকারদের রক্ষা করার জন্য পরামর্শ সারসংক্ষেপে

✓ পাচারের শিকারদের রক্ষার জন্য মূখ্য নীতি অনুসরণ করুন

- শিকারদের অনিয়মতিভাবে একটি রাষ্ট্রের প্রবেশ বা থাকার জন্য আটক, অভিযুক্ত বা যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেয়া উচিত নয়, অথবা সেই অপরাধের জন্য যা তারা পাচার হবার ফলে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত করেছে
- শিকারদের পর্যাপ্ত পরিমানে শারীরিক ও মানসিক যত্নে প্রবেশধিকার থাকতে হবে
- শিকারদের যে কোন অপরাধমূলক, নাগরিক বা অন্যান্য কার্যধারার মাধ্যমে আইনী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা উচিত
- পাচারের শিকার শিশুদের যথাযথ সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করা উচিত, তাদের বিশেষ দূর্বলতা, অধিকার এবং চাহিদা অনুযায়ী
- শিকারদের গ্রহণ বা উৎপত্তি রাষ্ট্রের দ্বারা নিরাপদ (এবং যেখানে সম্ভব, স্বেচ্ছায়) প্রত্যাবর্তন নিশ্চত করা উচিত
- শিকারদের কার্যকর এবং যথাযথ আইনি প্রতিকারে প্রবেশাধিকার দেয়া উচিত।

✓ আন্তর্জাতিক আইনে সুরক্ষা বিধান প্রয়োগ সংক্রান্তঃ রাষ্ট্রকে সেই সব রাষ্ট্রের উদাহরণ অনুসরণ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যারা ব্যক্তিস্ব পাচারের সন্ধিতে প্রদান সর্বনিম্ন মান অতিক্রম করে, উদাহরন স্বরুপ ফৌজদারী মামলার উপযুক্ত এবং বাইরে ক্ষতিপূরণ স্কিম প্রবর্তন করে।

✓ সুরক্ষা পন্থা যেন শিকার-কেন্দ্রিক হয় নিশ্চিতকরণঃ নিশ্চিত করতে হবে যে পাচারের শিকারদের সুরক্ষা পন্থা যেন শিকার-কেন্দ্রিক, শিকার ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা বিবেচনায়, এবং তাদের সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। শিকার সুরক্ষা কার্যসূচি একটি বৈষম্যহীন ভিত্তিতে পাচারের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং বিশেষ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমসেহ শিকারদের স্বতন্ত্র চাহিদার সঙ্গে সহজে মানিয়ে নেয়া উচিত।

✓ শিকাররা সহযোগিতা করুক বা না করুক তাদের রক্ষা করতঃ রাষ্ট্রের নির্বিশেষে শিকারদের অভিপ্রয়ান বা অন্য অবস্থা এবং ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ তাদের সম্মতি ভুক্তভোগীদের সুরক্ষায়, তাদের বাধ্যতামূলক তুলে ধরা উচিত।

✓ পাচারের শিকার প্রতিফলন সময়সীমা প্রদান : পাচারের শিকারদের অভিজ্ঞতা থেকে পুরুনুদ্ধার শুরু করতে তাদের সক্রিয় প্রতিফলন সময়সীমা প্রদান করতে হবে। বহুজাতিক পাচারের শিকারদের জন্য অস্থায়ী ভিসা সহ প্রতিফলন সময়কালে এবং যুক্ত সমর্থক, সরবরাহ করা উচিত নির্বিশেষে শিকারের ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ার পাচারকারীর বিরুদ্ধে অংশগ্রহণের সমর্থন।

- উত্তম অনুশীলন অনুযায়ী মানব পাচাররে শকিারদরে সুরক্ষা ঃহউিম্যান রাইটস হাই কমশিনাররে অফসি (ও এইচ ছি এইচ আর) মানবাধকিার এবং মানবপাচাররে উপর প্রস্তাবতি মূলনীতি ও নরি্দশেতি গাইডলাইন ৬ এ উপদশে দয়ে যে, রাষ্ট্র এবং যখোনে প্রাসঙ্গকি আন্তঃসরকার ও বসেরকারী সংস্থা, ববিচেনা করা উচতিঃ
  - ক্ষতিগ্রস্থদের অভিবাসন বা অন্য কোনভাবে আটকে না রাখা হয় তা নিশ্চিত করা
  - নিশ্চিত করতে হবে যে, শিকারদের অসম্মতিতে যেন তাদেরকে কোন সুরক্ষা বা সহায়তা সেবা গ্রহণ করতে বাধ্য না করা হয়
  - শিকারদের তাদের জাতীয়তা রাজ্যের কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার প্রতিনিধিদের অধিগত করতে অবহিতকরণ
  - শিকারদের গোপনীয়তাকে সম্মান এবং তাদের পরিচয় প্রকাশ না করে তাদেরকে পাচারকারীদের হুমকি, ক্ষতি বা প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষিত রাখা

- ***ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে ঝুঁকি মূল্যায়ন সঞ্চালন করাঃ*** শিকারদের সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা বিচারের সময়, আগে এবং পরে পৃথক হবে। সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রের জন্য উত্তম অনুশীলন হেব মূল্যায়ন ঝুঁকি পরিচালনার প্রতি প্রক্রিয়ায় পর্যায়ে নিশ্চিত করা যে ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া সুরক্ষা সেবা যেন কার্যকরভাবে তাদের পরিবর্তন সুরক্ষা চাহিদার সাথে অভিযোজিত হয়।

- ***মানব পাচারের শিকার এবং স্বাক্ষীদের প্রাক-বিচার সমর্থন প্রদানঃ*** ব্যক্তিত্ব পাচার সন্ধির সুরক্ষা বিধান মানব পাচারের শিকার এবং স্বাক্ষীদের প্রাক-বিচার সর্বনম্নি মান প্রদান করে। রাষ্ট্রের একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার জায়গা রাখা উচিত এই ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য। দক্ষ এনজিও এবং সূশীল সামাজিক সংগঠন যারা অপরাধী বিচার ব্যবস্থা বোঝে এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারদের সহযোগীতার জন্য তারা এই ধরনের সহায়তা সেবা বিধানে সাহায্য করতে সক্ষম হতে পারে।

- ***ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে শিকারদের সহায়তাঃ*** কোর্ট মামলা স্বাক্ষী হিসাবসহ অন্যান্য উপায় বা শিকারদের প্রাপ্তিসাধ্য, রাষ্ট্রের উচিত এই বিষয় শিকারদের ব্যপক তথ্য প্রদান করা। এমন ভাষায় যা তারা বুঝতে পারে। শিকারদের স্বাধীন আইনি পরামর্শে প্রবেশাধিকারের সঙ্গে তাদের আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব বুঝতে রাষ্ট্রের কঠোরভাবে সহায়তা প্রদান করা উচিত।

- ***শিশু শিকার এবং পাচারের জন্য স্বাক্ষীদের সুরক্ষায় ব্যবস্থা করাঃ*** রাষ্ট্র অরক্ষিত ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা এবং প্রশংসাপত্র উপযোগী তৈরীর বিবেচনা করতে পারে যা শিশু শিকারদের জন্যও লাভজনক। অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য প্রধান প্রমান হিসাবে ও বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন শিশু শিকার এবং/অথবা স্বাক্ষীদের সঙ্গে পুলিশ সাক্ষাতকার এর ভিডিও রেকর্ডিং জমা দেয়ার অনুমতি দিয়ে। যাইহোক, শিশু শিকারদের অংশগ্রহন করা উচিত নয়, বিশেষত যখন তারা চরম মানসিক আঘাত অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে।

- ***নিশ্চিত সহায়তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা যেন অংশগ্রহণ প্রলোভন না হয়ঃ*** সহায়তা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যেন তা কোনভাবেই কোন ধরনের প্রলোভন না হয় যা প্রসিকিউশন এর ক্ষতিসাধন করতে পারে। স্বাক্ষীদের দেয়া হয় এমন যে কোন কিছু, বাসস্থান এবং ভিসাসহ, যেমন, রেকর্ড এবং যৌক্তিকীকরণ করা, এবং যেকোন সমর্থনের অপব্যবহার চিহ্নিতকরন এবং অবিলম্বে তার সুরাহা করা উচিত।

- ✓ ***টেকসই সুরক্ষা সমাধানের অংশ হিসাবে কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ*** রাষ্ট্রের উচিত ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে, পাচার শিকারদের ক্ষতিপূরনের উৎস উপলব্ধ করার কথা বিবেচনা করা। অনাগরিক পাচার শিকারদের যেন ক্ষতিপূরণে প্রবেশাধিকার থাকে বিবেচনায় তা নিশ্চিত করা উচিত।

- ✓ **পচারের শিকার রক্ষা করার জন্য জাতীয় সন্বনয় প্রক্রিয়া বৈধকরণ:** জাতীয় সমন্বয় প্রক্রিয়ার সেখানে কার্যকর হবার সম্ভাবনা আছে যেখানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেছে, উদাহরন স্বরুপ প্রতিটি শেয়ার হোল্ডারদের নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব রুপরেখা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এর মাধ্যমে।

- ✓ ***সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ সংক্রান্ত :*** আন্তঃ-সংস্থা সাহায্য নিশ্চিত করতে পরিচালনাগত স্তর সমন্বয় প্রতিরোধ ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই কোনো জাতীয় বা স্থানীয় কৌশল সাফল্যের জন্য একটি পূর্বশর্ত। উত্তম অনুশীলন উদাহরন মানসম্মত পরিচালনা পদ্ধতি, নিয়মিত বৈঠক হিসাবে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়ার উপর একমত এবং বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের দ্বারা ব্যাবহাররে অন্তর্ভূক্ত।

Regional Support Office
The Bali Process

যোগাযোগ
আঞ্চলিক সহায়তা কার্যালয় – বালি প্রক্রিয়া
২৭তম তালা রাজাকাড়ণ ভবন
৩ দক্ষিণ সাথড়ন রোড ব্যাংকক ১০১২০, থাইল্যান্ড
টেল. +৬৬ ২ ৩৪৩ 9৯৪৭৭ ফ্যাক্স. +৬৬ ২ ৬৭৬ ৭৩৩৭
info@rso.baliprocess.net

The Bali Process

on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime

বালি প্রক্রিয়া

মানব পাচার, ব্যক্তির মাধ্যমে পাচার এবং এই সম্পর্কিত বহুজাতীক অপরাধসমূহ

http://www.baliprocess.net